

সংবাদ পত্র পাবেন এই লিঙ্কেও



@tripurabhabishyat



@tripurabhabishyat



পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

কৈলাসহর(ত্রিপুরা), ১৯ এপ্রিল (হিস.): পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরের পূর্ব কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় মানুষ। এদিন কৈলাসহর-কুমারঘাট মূল সড়কে পথ অবরোধের জেরে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। অবরোধ তুলতে প্রশাসনের আধিকারিকদের কালখাম ছুটেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কৈলাসহরে পূর্ব কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এক বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় মানুষ। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ডি ড্রিলও এস দপ্তর থেকে জল সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

Tripura Bhabishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 107: Thursday, 20th April, 2023, সংখ্যা- ১০৭ : ৬ বৈশাখ, ১৪৩০ বাংলা, বৃহস্পতিবার : মূল্যঃ ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabishyat.in

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বাংলা দৈনিক পত্রিকা

খবরের শেষ কথা

শ্যাম সুন্দর জুয়েলারী হাউস

১৭ই এপ্রিল থেকে ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত

মুজরীতে ২৬% ছাড়

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে

প্রত্যেক কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার।

৪৬, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ফোনঃ ২৩৮৫১৬৬

সেলুলার জেলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পদস্পর্শ যুবকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন বিপ্লব

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :

আন্দামান সফরের মাঝে সেলুলার জেল থেকে সংগৃহ করে আনা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর শহীদদের পূণ্য পদস্পর্শ আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ প্রজন্মের মাঝে ভাগ করে দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডিআরএসসি-র স্টাডি ভিজিটে আন্দামান ও নিকোবর সফরে যান তিনি। এরই অঙ্গ হিসেবে সেলুলার জেল পরিদর্শনের মাঝে সেখান থেকে ভারত মাতার বীর সন্তানদের

২য় পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেড়েছে মাথা পিছু গড় আয়

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল (হিস.): ত্রিপুরায় গত দশ বছরে জিএসডিপি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি মানুষের মাথা পিছু গড় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় গড় আয়ের সাথে রাজ্যে মানুষের গড় আয়ের বিশেষ ফারাক নেই।

২য় পাতায় দেখুন

মহিলা এসপিওরা পাবেন মাতৃত্বকালীন ছুটি

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :

বাংলা নতুন বছরের শুরুতে রাজ্য সরকারের এসপিও মহিলা কর্মীদের জন্য সুখবর। এখন থেকে মহিলা এসপিও কর্মীরাও পাবেন মাতৃত্বকালীন ছুটি। ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস (লিড) রুলস-১৯৮৬ অনুযায়ী অন্যান্য মহিলা সরকারি কর্মচারীদের মতোই এসপিও মহিলা কর্মীরাও এই ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

রাজ্যে আর দেখা যাবে না বিদেশী ফুটবলার!

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :

রাজ্যে আর দেখা যাবে না বিদেশী ফুটবলার। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সর্বশেষ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে সভাপতি কল্যাণ চৌবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ক্লাবগুলো খেলাতে পারবে না। বিভিন্ন লীগেও দেখা বলেছেন বিদেশী স্টাইকাররা সবচেয়ে বেশী খেলে দেশের স্টাইকাররা আর জায়গা পাচ্ছে না। বিগত আসছে। দেশের ফুটবলারদের মান উন্নয়নের হয়েছে। যার ফলে বিদেশী দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় হবে। যদিও এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন এসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল

এসোসিয়েশনের অমিত রায় চৌধুরী জানিয়েছেন বিষয়টি শুনেছেন। তবে এখনো কিছু সিদ্ধান্ত আসেনি। ত্রিপুরার ফুটবলের বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে বড় বাজেটের ক্লাবগুলোতে প্রতি বছরই ফুটবলারদের দেখা যায়। উমাকান্ত মাঠ দাপিয়ে বিদেশী ফুটবলাররা। কিন্তু চলতি বছরে বিদেশী আর মাঠে দেখা নাও যেতে পারে। উল্লেখ করা বিদেশী ফুটবলারদের পেছনে শহরের কয়েকটি টাকা খরচ করে। কয়েকটি ক্লাব ইতিমধ্যে বিদেশী ফুটবলারদের সাথে চুক্তিও করে রেখেছে। যারা চলতি রাজ্যে এসে খেলার জন্য অগ্রিমও নিয়েছে। তাদের কি হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। এইক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের এইক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না। কারন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নীতি নির্দেশিকা মানতে বাধ্য ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনও। কল্যাণ চৌবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হবার পর থেকে ফুটবলকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ শুরু করেছেন। এইসব সিদ্ধান্ত এরই বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিদেশী ফুটবলারদের খেলা দেখার জন্য মাঠে দর্শকও হয়। কিন্তু বিদেশী ফুটবলার না আসলে দর্শকরা যে হতাশা হবে তা নিশ্চিত। এইক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ছোট ছোট রাজ্যগুলোর জন্য কি সিদ্ধান্ত নেয় তাই এখন দেখার।



সম্পাদক

চূড়ান্ত

বিশেষ করে

বিদেশী

বেড়ায় এইসব

ফুটবলার

যেতে পারে

ক্লাব মোটা

মরসুমে

ক্ষেত্রে

গরু পাচার রুখে দিলেন যুবা মন্ত্রী



গরু পাচার কালে হাতে নাতে ধরলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ছবি সোমেশ কর্মকার।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :

আইন কানূনের তায়াক্ষা না করে অধিক সংখ্যক গরু বোঝাই করে গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী নিজে গরু বোঝাই গাড়ি আটক করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যে প্রতিনিয়তই একাংশের গরু ব্যবসায়ী আইন-কানূনের তায়াক্ষা না করে যানবাহনে করে অধিক সংখ্যক গরু বোঝাই করে নিয়ে যায়। তাতে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে ঠিক

২য় পাতায় দেখুন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই উত্থান-পতন! চিনকে সরিয়ে শীর্ষে অবস্থান ভারতের

সংবাদ সংস্থা :

ভারত ও চীন হল বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দুই দেশ। এতদিন চীন ছিল সবথেকে জনবহুল। আর ভারত ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কিন্তু এবার তা উল্টে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই এই উত্থান-পতন। চিনকে সরিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে ভারত। চীন ও ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। এই অবস্থায় উভয় দেশই

২য় পাতায় দেখুন

৮০০ কোটির মধ্যে ১৫০ কোটিই ভারতের!

বিশ্বের জনসংখ্যা ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি পেরিয়ে গিয়েছে। এই বিপুল জনবিস্ফোরণের কারণ ঝাঁকি, তানিয়ে বাজারে যে ৮ মিথ রয়েছে, তা কার্যত খারিজ করে দিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্বের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি নিয়ে সংবাদমাধ্যম যে সমস্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে আতঙ্কিত হচ্ছেন মানুষ। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নানা বার্তা। কেউ বলছে বিশ্বে তিল ধারনের জায়গা নেই, কেউ বলছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবার কেউ লিখেছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। এমন নানা

উদ্বেগের কথা প্রতিবেদনে উঠে আসছে, কোথাও ইতিবাচক কোনো কথা নেই। জাতিসংঘের সর্বশেষ স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্টে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে এবং বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেওয়া

২য় পাতায় দেখুন

জনগনের অভাব অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: প্রশাসনকে একেবারে সমাজের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বর্তমান সরকার। সাধারণ মানুষের সমস্যা বা সুবিধার কথা অবগত হয়ে সেটার সুরাহা করে দেওয়াই অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়েছে প্রশাসন। আর এবিষয়টি নিয়ে খুবই আন্তরিক রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তাই তো দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃদ্বায়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই রাজ্যের আমজনতার সার্বিক কল্যাণে কাজ করে চলেছেন তিনি। এর একটাই লক্ষ্য প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা



একেবারে সমাজের তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়া। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৃধবার ফের একবার রাজধানী আগরতলার নিজের সরকারি বাসভবনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্মসূচিতে মিলিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রুটিন এই সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার আমজনতার সঙ্গে তাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বললেন তিনি। এমনটিতে নিজেও খুব

২য় পাতায় দেখুন

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া

রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারী

SINCE 1964

উষাবাজার • আগরতলা • ধর্মনগর • বিলোনীয়া

অফারের দিনগুলোতে প্রত্যেকদিন খোলা থাকবে শোরুম।

সোনার গয়নার মজরীতে ২৬% ছাড়*

হীরের গয়নার মজরীতে ১০০% ছাড়*

মেগা ড্র * ৩টি অথবা ৩টি শীর্ষের নেকলেস জেতার সুযোগ

* প্রতিদিন ০৪ টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ এবং * প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার

MMTC Gold & Silver Coins are Available

বিজ্ঞাপন : ৯৪৩৬৪৫৬২০৭/৯৮৫৬০৩০৯২২/৮৯৭৪৫১৬৬৬৭, সার্কুলেশন : ৮৯৭৪৫১৬৬৬৭, সংবাদ বিভাগ : ৯৪৩৬৪৫৬২০৭, কোলকাতা অফিস : ৯৮৩০৫১৮০৯৭

চিনকে

প্রথম পাতার পর

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটে। সেইমতো পদক্ষেপ নিয়ে কাজ শুরু হয়।এই কাজে ভারতের থেকে চিন অগ্রগণ্য। চিনেও জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে কমছে।, তার ফলে ভারতের থেকে জনসংখ্যায় নীচে নেমেছে চিন।

বর্তমানে দুই এশিয়ান জায়ন্টের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের থেকে চিনে অনেক দ্রুত গতিতে কমছে জনসংখ্যা। গত বছর, চিনের জনসংখ্যা ছয় দশকের মধ্যে প্রথবারের মতো হ্রাস পেয়েছিল। এটিকে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২০১১ সাল থেকে গড় ১.২ শতাংশ হয়েছে, যা আগের ১০ বছরে ১.৭ শতাংশ ছিল সরকারি তথ্য অনুসারে।কিন্তু কচোর সরকারি নীতির কারণে চিন আরো দ্রুত গতিতে কমিয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। চিনে গত বছর প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার জনসংখ্যা কমে। ১৯৬১ সাল থেকে এই প্রথম এত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে।

১৯৮৩ সালে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ। তার আগে ১০৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমছে প্রায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন,

মানবাধিকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চিন। চিন এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেরিতে বিয়ে। এক সন্তান নিতে বাধ্য করার উপর জোরজবরদস্তি করেছে। তার ফলেই এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হয়েছে জনসংখ্যা। ভারত মানবাধিকারের উপর সেভাবে চাপ সৃষ্টি করেনি। ফলে চিনের মতো সাফল্য পায়নি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে।

ভারতে গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে বেশ ছিল। ১৯৭২ সালে পরিবার পরিকল্পনা চালু করেছিল ভারত। ১৯৭৬ সালে তা কার্যকর করে তারা। ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিয়েছে। ভারত পরিবার পরিকল্পনা শুরুর করার পর বর্তমান শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেমে আসে ২.১ শতাংশ। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে বিশেষজ্ঞরা। দেশে মৃত্যুহার কমছে, বেড়েছে গড় বয়স ও আয়। তাই জনসংখ্যার আরও নিয়ন্ত্রণ না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সঠিক মাত্রায় কমবে না।

মাথা পিছু গড় আয়

প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে জিএসডিপি ছিল ১৯২০৮.৪১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে জিএসডিপি বেড়ে দাড়িয়েছে ৬৪৭৭৮.০৮ কোটি টাকা। তেমনি ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজ্যের মানুষের মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৪৭১৫৫ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজ্যের মাথা পিছু গড় আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮০০৩ টাকা। এদিকে ২০২১-২২ অর্থ বছরে জাতীয় মাথা পিছু গড় আয় ১৫০০০৭ টাকা। তাতে দেখা যাচ্ছে, মাথা পিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসর্যথ্যানের সাথে রাজ্যের বিশেষ পার্থক্য নেই। হিন্দুস্থান সমাচার/তানিয়া/সন্দীপ

অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

সহজ সরল জীবনযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। তাই মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেন সবসময়। (সে কারো সপ্তাহেই একটি দিন নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে আমজনতার সঙ্গে কথা বলার মনস্থির করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ব্যতিক্রম হল না বুধবারও। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাজা জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে এবং তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। আজ আমরা সরকারি বাসভবনে বেশকিছু বিষয় নিয়ে আমার সাথে দেখা করেন বিভিন্ন এলাকার সাধারণ লোকজন। আমি তাঁদের সাথে কথা বলি এবং উত্থাপিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করি। এদিন আমজনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব সহ উচ্চ পদস্থ অধিকারিকগণ।

কোটিই ভারতের!

প্রথম পাতার পর

হয়েছে। যেমন একটা মিথ চালু ছিল অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করছে, তাই বাড়ছে জনসংখ্যা। এর ফলে জলবায়ু বিপর্যয়, সম্পদ নিয়ে সীমাহীন সংঘাত, ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা, মহামারী, অর্থনৈতিক বিপর্যয় তৈরি হবে। কিন্তু সত্য হলো বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়নে অর্থাৎ ৮০০ কোটিতে পৌঁছানো মানুষের উন্নতির লক্ষ্য। এর অর্থ হল আরও নবজাতক বেঁচে যাচ্ছে, আরও শিশু স্কুলে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছে। মানুষ আজ ১৯৯০ সালের তুলনায় প্রায় ১০ বছর বেশি বেঁচে আছে। সেই কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় মিথ হল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ জন্মগ্রহণ করছে না। ১৯৫০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী নারী শিশুর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি। বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ এমন জায়গায় বাস করে যেখানে প্রতিস্থাপনের হার কম। এটি একটি বিপদ সংকেত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলে জাতি ধ্বংস হয় যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

কিন্তু এই সম্ভাবনা খারিজ করে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাক্তিরবা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের নিজস্ব প্রজনন বা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়েছে। তাই প্রজনন হার কমছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন নেই। অনেক দেশ ১৯৭০ এর দশক থেকে জনসংখ্যার হার হ্রাস পেয়েছে।

মিথ তিন হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা কিন্তু দ্বিঙ্গ সমস্যা নয়। মানুষ বর্তমানে গভীরভাবে লিপ্ত বৈষম্যের জগতে প্রবেশ করেছে। কোন শিশু জন্ম নিচ্ছে পুত্র না কন্যা, তা বিচার করছে। মানুষের প্রজনন একটি পছন্দ হওয়া উচিত, কিন্তু সর্বশেষ তথ্য আমাদের দেখায় যে, সেটি প্রায়শই হয় না।

প্রায় ৪৪ শতাংশ নারী শারীরিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবহার করতে অক্ষম। যার অর্থ, তারা তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন, গর্ভনিরোধক এবং যৌন মিলন করবেন কি না সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। গর্ভধারণের প্রায় অর্ধেকই অনিচ্ছাকৃত। প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ শিশুর জন্ম দেয় ১০ থেকে ১৪ বছর

যুবা মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

তেমনি গাড়িতে অধিক সংখ্যক বোকাই করে নিয়ে যাওয়ার ফলে গরুর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। অধিক সংখ্যক গরু বোকাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের মুন্সিয়াবাড়িতে ৪১ মহিল এলাকায় একটি গরু বুঝায় গাড়ি আটক করেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এয়া পাপরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অভিযোগ করে জানান, এই গাড়িটিতে যতটা গরু বোকাই করার কথা ছিল ,তার থেকে অধিক গরু বোকাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাতে করে গাড়িতে থাকা গরুগুলির যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারত। যা সম্পূর্ণ ভাবে বোআইনি। এর ফলেই প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এই গাড়িটিকে আটক করেন এবং এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ হবে বলেও জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

ঝুঁকছে সরকার

৮ এর পাতার পর

১০ লক্ষ টাকার বদলে ৫ লক্ষ টাকায় নামিয়ে এনেছে। এদিন তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গ্রামে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিবেশা প্রদানে ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলায় বিশেষ প্রকল্পের সহায়তায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। তাতে, প্রায় ৭ হাজার গ্রামবাসী উপকৃত হবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই প্রকল্পে আশুনুরুপ ফলাফল মিললে আরও গ্রাম তার সংযোগ স্থাপন করা হবে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থার(টিআরডিএ) যুগ্ম অধিকর্তা দেবরত গুপ্তা দাস বলেন, গ্রামী় গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। ওই প্রকল্পে গ্রামে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসিয়ে পাওয়ার গ্রিডের সাথে তার সংযোগ স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীকে তারবাহী বিদ্যুতের ন্যূনতম খরচ বহন করতে হবে। সৌর বিদ্যুতের বাকি ৯০ শতাংশ খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। তাঁর মতে, প্রতি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট পিছু ত্রিপুরা সরকারের প্রায় ১.২৫ কোটি টাকা খরচ হবে।

রৌয়া অভয়ারণে

নতুন অজগর সাপ!

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বুধবার সকালে ধর্মনগর বরষাকান্দি গ্রামে মালাকার বস্তি ছয় নম্বর ওয়ার্ডে থেকে উদ্ধার অজগর সাপ। অজগর সাপটিকে পানিসাগার মহকুমার রৌয়া অভয়ারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে ধর্মনগর বরষাকান্দি গ্রামে মালাকার বস্তি ছয় নম্বর ওয়ার্ডে ছাগল ছানা শিকার করলো অজগর সাপ। গিলে খাওয়ার সময় গ্রামবাসী সহ বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসে। এই ঘটনা জানা জানি হতেই এলাকায় গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ধর্মনগর বনকর্মীরা। এই ঘটনায় ফরেস্ট রেঞ্জার হেমন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে বন কর্মীরা সেখান থেকে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে। তবে এই কাজে সহযোগিতা করে বরষাকান্দি বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা। তিনি বলেন অজগর সাপটির ওজন কুড়ি কেজি। তবে অজগর সাপটিকে আটক করার সময় তার মুখ থেকে ছাগল ছানাটি মুত অবস্থায় বের হয়। বর্তমানে অজগর সাপটিকে পানিসাগার মহকুমার রৌয়া অভয়ারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাতার পর

সেলুলার জেলের

আত্মঘাতাগের মাটি সংগ্রহ করে আনেন ন আজ আগরতলা সরকারি আবাসে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুবক যুবতীরা সেই মাটি কপালে তিলক কাটেন ও সংগ্রহ করে নিয়ে যান । বিপ্লব কুমার দেব আশা ব্যক্ত করেন, ভারত স্বাধীনতার হাজারো স্মৃতি বিজড়িত এই মাটি, ভাবী প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রবান্ধী ভাবনার উদ্দম্ভ ঘটাবে। পাশাপাশি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে এই মাটি পৌঁছে দেবেন বলে জানা

করিমগঞ্জের নিম গাছে হনুমানের মুখমণ্ডল! কৌতূহনি জনতার ভিড়



বাজারিহড়া (অসম), ১৯ এপ্রিল (হিস.) : জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে বেড়ে ওঠা একটি নিম গাছের কাণ্ডে হঠাৎ করে পবনপূত্র হনুমানের মুখমণ্ডল দৃশ্যমান হওয়ায় কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর পৌচারাট গ্রামে। ঘটনাটি চাউর হলে কাতারে কাতারে কৌতূহলি জনতা ভিড় জমাচ্ছেন প্রাচীরের বাসিন্দা শ্যামাকান্ত বৈদ্যের বাড়িতে। স্থানীয়দের কাছে জানা যাচ্ছে, গতকাল মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ গ্রামের বাসিন্দা শ্যামাকান্ত বৈদ্যের বাড়িতে দেবস্থানে বেড়ে ওঠা বেশ কয়েটি গাছের মধ্যে একটি নিম গাছের মধ্যভাগে হনুমানের মুখমণ্ডলের আদলে একটি ছবি দৃশ্যমান হয়। খবর মুহূর্তের মধ্যে চাউর হয়ে যায়। ফলে শামাকান্তের বাড়িতে ভিড় জমান কাতারে কাতারে কৌতূহলি জনগণ।

মোবাইল ফোনে অস্বাভাবিক ছবি তুলে ছড়িয়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিকে বহু মানুষ ওই নিম গাছের নীচে ফল-ফুল ধুনে দিয়ে পূজোও দেন। বিষয় সম্পর্কে করিমগঞ্জ বন বিভাগের এসিএফ দেবজ্যোতি নান্নের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের গঠন প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে গাছের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এ সব প্রতিচ্ছবি আবার অনেক সময় কাকতালীয়ভাবে মানুষ ধর্মের দৃষ্টিতেও গুলিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, ওই গাছেরও সম্ভবত এ রকমই কোনও ঘটনা ঘটেছে। তাঁর ব্যাখ্যা, গাছটি যখন ছোট ছিল, তখন কেউ হল-তো তাতে কোনও দেবদেবী বা হনুমানের মুখমণ্ডল খোদাই করেছিলেন। এখন গাছটি বড় হয়েছে। সম্ভবত এতদিন কারোর নজরে পড়েনি, গতকাল আচমকা নজরে পড়লে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে, বলেন এসিএফ নাথ।

<div>বহুজন</div>	<div>তাঁদের</div>
<div>Notice Inviting Short Quotation</div> <div>Name of Work : Supplying of different category of materials like brick, cement, river sand, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 32mm Dia Bar (TATA/TMT), Black Wire, GCI Sheet (0.63 mm thick sheet), well burned brick aggregate (20mm & 40mm nominal size), stone chips (4 graded aggregate) etc for construction of Multi Centre, making of RCC pillar etc. purpose under Bagafa Forest Sub-Division, Santirbazar, South Tripura during the year 2023-24.</div> <div>1. Last date of collection of Teneder documents : Upto 2:00 pm of 29/04/2023.</div> <div>2. Last date of dropping of Tenders : Upto 3:30 pm of 29/04/ 2023.</div> <div>3. Date of opening of Tenders : At 4:30 pm on 29/04/2023, if possible or otherwise next working day.</div> <div>4. Intending suppliers/vendors/bidders may collect tender documents from the office of the undersigned during officer hours and the day from the date of floating of tender.</div>	

ICA-C-192/23	SD/ (Illegible) SDO, Bagafa
---------------------	-----------------------------

<div>NOTICE INVITING TENDER</div> <div>TENDER FOR PURCHASE OF STORE ARTICLES, RAW MATERIALS FOR RETREADING OF TYRES SUPPLY OF MT SPARES, ELECTRICAL SPARE PARTS AND JOB WORKS ETC. FOR CENTRAL MOTOR TRANSPORT POOL FOR THE YEAR 2023-24.</div>	
Sealed 02 (two) Bid tenders (Technical bid & Commercial bid) are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafide Suppliers/Agencies for Supply of Store articles, Raw materials for Retreading of tyres, MT Spares, Supply of Electrical Spares & Job Works etc. for Central Motor Transport Pool for the year 2023-24. The Earnest money and necessary documents like GSTC, PTCC & PAN Card, Registration Certificate of Firm/ Trade licence etc. are required to submit along with technical bid.	
2. Terms & Conditions alongwith relevant details etc. will be distributed from the Central MT Pool, A.D. Nagar, Agartala from 28-04-2023 to 04-05-2023 between 10.30 AM and 4 PM.	
3. The interested bonafied Firms/ Suppliers and Contractors are requested to collect the same submitting a prayer on free of cost during above mentioned dates and time.	
Suptd. of Police (Procurement) Tripura, Agartala.	
ICA-C-191/23	

আজকের রাশিফল

১, মেঘ রাশিফল

প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রভা়য় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেৱা ব্যবহার করুন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। কিছু মানুষ তারা যা সম্পাদন করতে পারেন তার থেকেও বেশি প্রতিশ্রুতি দেবেন-এমন মানুষদের কথা ভুলে যান যারা শুধু কথা বলেন কোন ফল দেন না। আপনার লোক অঞ্চলে কোন সুন্দরতম খাদ দেখতে পাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। যেভাবে আপনি নির্দিষ্ট জরুরী সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করেন তা হয়তো কিছু সহকর্মীরা পছন্দ করবে না-কিন্তু হয়তো আপনাকে বলবেও না-যদি আপনি মনে করেন যে ফল আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো নয়-তাহলে পর্যালোচনা করে আপনার তরফ থেকে পরিকল্পনা পরিবর্তন করাই বিবেচকের কাজ হবে। আজকে আপনাকে হঠাৎই অনিচ্ছাসই যাত্রা করতে হতে পারে যেকারণে বাড়ির লোকদের সাথে আপনার সময় কাটানোর পরিকল্পনা খারাপ হতে পারে। দিনটি আপনার নিয়মিত বৈবাহিক জীবনে স্বতন্ত্র হতে পারে, আজ সতিই আপনি অসাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। প্রতিকার : - সহজ গৃহস্থ জীবন কাটাতে লালচে বাদামি পিপড়াকে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন খান্ড, মিছরি খাওয়ায়।

২, বুধ রাশিফল

আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সম্ভাবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সম্বেহজনক আর্থিক ক্ষিমে বিনিয়োগ করবেন না। বন্ধবান্ধবদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সাথেও একটি সন্ধ্যা সাজান। প্রেমের উজ্জ্বল অনুভব করার জন্য কাউকে খুঁজে পেতে পারেন। আজকের দিনে আপনার অর্জিত অতিরিক্ত জ্ঞান সমকক্ষদের সাথে বোঝাপড়া করার সময় আপনাকে এক তীব্রতা প্রদান করবে। সীমাহীন সৃজনশীলতা এবং উদ্যম আরেকটি লাভজনক দিনের দিকে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি দীর্ঘ সময় পরে, শুধুমাত্র ভালবাসা দিয়ে আপনি এবং আপনার সঙ্গী কোন মারামারি ও তর্ককাড়া একসঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ দিন কাটাবেন। প্রতিকার : - হনুমানজির নিয়মিত পূজা করলে আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে।

৩, মিশুর রাশিফল

বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যোটা উজ্জ্বল করবে। নিশ্চাপ্রণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। ওদের সঙ্গ আপনার শরীরকে চাঙ্গা করে দেবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। আপনি আপনার প্রেমিকার মন্তব্যে অত্যন্ত সংবেদনশীল হবেন- আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং পরিস্থিতি খারাপ এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকুন। কোন নতুন যৌথ উদ্যোগে নিজেকে দায়বদ্ধ করা থেকে এড়িয়ে চলুন-এবং যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ঘনিষ্ঠ মানুষের উপদেষ্টা নিন। সময়ের ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করে আজ আপনি সবার থেকে দূরত্ব রেখে নির্জনে সময় কাটাতে পছন্দ করবেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে আপনার স্ত্রীর চাহিদা আপনাকে একটু চাপে ফেলতে পারে। প্রতিকার : - গ্রেম জীবন সুখের করতে রেবড়ি জলে বিসর্জন করুন।

৪, কর্কট রাশিফল

যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমৎকার দিন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। বন্ধুরা আপনাকে তাঁদের বাড়িতে এক উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি প্রেমের ব্যাধা অনুভব করবেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতা আপনাকে ভালো ধারণা এবং পরিকল্পনা এন দেবে। যদি আপনি আপনার জিনিসপত্র সম্পর্কে যত্ববান না হন তাহলে ক্ষয়ক্ষতি বা চুরি হতে পারে। দিনের সময় আপনার আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক হতে পারে, কিন্তু নেশাজেনের সমস় সেটা মিটি়াট হয়ে যাবে প্রতিকার : - ভগবান কৃষ্ণের পূজা করলে গৃহ ঋষি, সমৃষ্টি এবং তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে।

৫, সিংহ রাশিফল

আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে- আপনার ব্যক্তিগত উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এটিতে চলুন এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে কিছু সুখপ্রদ স্মৃতি কটান। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনার পছন্দের মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খারাপ হতে পারে এমন সমস্যা উত্থাপন করা এড়াতে পারেন। যদি আপনি আজ প্রেম করার সুযোগ না হারান তাহলে আপনি আপনার সমগ্র জীবনে এই দিন ভুলবেন না। সুন্দর মানসিক অবস্থা অফিসে আপনার মেজাজ প্রফুল্ল রাখবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য আপনাকে নতুন যোগাযোগ বানাতে হবে। তারা পরিণামে আপনাকে পেশার উন্নতিসাধনে সাহায্য করবে। যেটা আপনার জন্য প্রয়োজ্যরী না সেটার প্রতি আজ আপনি বেশি সময় ব্যর্থ করতে পারেন। ভালো খাবার, রোমান্টিক মুহূর্ত; আপনার জন্য আজ সবকিছুর পূর্বতাস আছে। প্রতিকার : - দুমুঠো মুসুর ডাল লাল কাপড়ে বৈধে গরিরবের দান করলে দৈব পরিবারের সুখ বৃদ্ধি পাবে।

৬, কন্যা রাশিফল

আপনার স্ত্রীর স্বাসা চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। বন্ধুরা প্রয়োজনের থেকে বেশি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবে। আপনার চোখে আনন্দে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা যাবে এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যাবে কারণ আজ আপনি আপনার স্বপ্নের নারীর দেখা পাবেন। আপনার চারপাশে কি ঘটেছে তার প্রতি নজর রাখুন- আপনার করা কাজের কৃতিত্ব আজ অন্য কেউ নিয়ে যেতে পারে। যদি আপনি কেনাকাটা করতে যান তাহলে বেশি অপব্যায়ী হওয়া এড়িয়ে যান। আপনি এবং আপনার স্ত্রী আজ একটি বিষ্ময়কর খবর পেতে পারেন। প্রতিকার : - অপিনার বেশ ভুযায় সবুজ রঙের প্রাধান্য থাকা উচিত, এটি আপনার স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখাবে।

৭, তুলা রাশিফল

অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কারো কারোর জন্য সুন্দর উপহার এবং ফুলে ভরা রোমান্টিক সন্ধ্যা। আজ কর্মক্ষেত্রে একটা চমৎকার দিন বলে মনে হয়। আজ শুরু হওয়া নির্মাণ কাজ আজই আপনার প্রত্যাশা মতো শেষ হবে। আপনি এবং আপনার স্ত্রী আজ একটি বিষ্ময়কর খবর পেতে পারেন। প্রতিকার : - লাল গরু বা লাল কুকুরকে ভোজন করালে পারিবারিক জীবনে খুশি বাড়বে।

৮, বৃশ্চিক রাশিফল

আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে পারে। এটি যদিও আপনার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাবে তবে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছে থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উত্থোেকন পাবেন। আপনার ভালোবাসার মানুষটি অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ ব্যবহার করায় প্রেম আজ গৌণ হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা শুধুমাত্র একটি ভাল কাজের কারণে আজকে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে। আপনি নিজেকে সময় দিতে জানেন আর আজকে তো আপনার বেশকিছু খালি সময় পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। খালি সময়ে আজকে আপনি কোনো খেলা খেলতে পারেন বা জিম যেতে পারেন। আপনার প্রতিবেশীরা আপনার বিবাহিত জীবনকে আশান্ত করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আপনাদের উভয়ের মধোর বন্ধনকে নাড়ানো কঠিন। প্রতিকার : - সুস্থাবস্থের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনি মদ ও অন্যান্য আিম্য খাবার থেকে বিরত থাকুন।

৯, ধনু রাশিফল

আপনার স্বাস্যের খাতিরে চিৎকার করবেন না। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতিরি মুখোমুখি হতে হতে পারে। ফলস্বরূপ, আপনার অর্থের খুব প্রয়োজন হবে তবে কোনও লাভ হয়নি। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্রান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীরা থেকে আরাম এবং হালকা মুহূর্ত আনবে। প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে ভূতাসুলভ আচরণ করবেন না। সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের আজ সাফল্যময় দিন যেহেতু তাঁরা কোন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খ্যাতি এবং স্বীকৃতি অর্জন করবেন। আজকে আপনি অনা্থা জটিলতার থেকে দূর হয়ে কোনো মন্দির,গুরুদুয়াবা বা কোনো ধর্মস্থানে গিয়ে খালি সময় কাটাতে পারেন। আপনার প্রতিবেশীরা আপনার বিবাহিত জীবনকে আশান্ত করারার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আপনাদের উভয়ের মধোর বন্ধনকে নাড়ানো কঠিন। প্রতিকার : - সবুজ যানবাহন ব্যবহার করলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

১০, মকর রাশিফল

ঘাড়ো/পিঠে এক নাছোড়বান্দা ব্যাঘায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অতএব, আপনাকে বাজি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। আপনি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়তে পারেন। কাজের যীরগতি সামান্য চাপ আনবে। আজকে আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর চোখের বিশেষ কিছু আজ আপনাকে সতিই কিছু বলবে। আজকে আপনি অফিসে ভালো ফলাফল পাবেন না।আপনার বিশেষ কেউ আজ আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।এই কারণে ভালো আপনি সারাদিন সমস্যার মধ্যে থাকতে পারেন। প্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার উদ্ভি় অনুসারে এগোবে। এটা আপনার সম্পূর্ণ বিবাহিত জীবনে সবচেয়ে সুখকর দিন হবে। প্রতিকার : - বৃহস্পতিবার তেল ব্যবহার করা বন্ধ করুন, এর ফলে আপনি ভালো স্বাস্থ অধিকার করবেন।

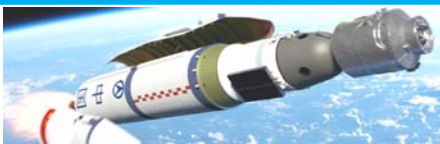
১১, কৃত্ত রাশিফল

খাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অতএব, আপনাকে বাজি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। আপনি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়তে পারেন। কাজের যীরগতি সামান্য চাপ আনবে। আজকে আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারেন কিন্তু রাস্তায় খুব ভিড় থাকার কারণে আপনি এটা করতে অক্ষম হবেন। আপনার স্ত্রী আজ আপনার জন্য সতিই বিশেষ কিছু করবে। প্রতিকার : - আর্থিক স্থিতি ভালো করতে রাতে উনুনের আগুন দুধ দিয়ে নেভাতে হবে।

১২, মীন রাশিফল

আপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।আপনি মুক্ত মন তুলে ধরে এবং কারোর বিরুদ্ধে সব বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে এটি অতিক্রম করতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত, আপনার প্যান্টি একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন। বাড়ির কাজ ক্লাসিকর এবং যার বড় কারণ মানসিক দৃষ্টিস্ততা। ভালোবাসা ইতিবাচক অনুভূতি দেখাবে। আজ বিশ্রামের সময় স্বপ্ন-যেহেতু স্থগিত কাজগুলি আপনাকে ব্যস্ত করে রাখবে। খালি সময়ের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনাকে মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের পছন্দসই কাজ করতে পারেন।এরকম করার ফলে আপনার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনার বৈবাহিক জীবনকে ভাল করার প্রচেষ্টা আপনাকে আজ প্রত্যাশার চেয়ে বেশী ভালো রং প্রদর্শন করবে। প্রতিকার : - সবুজ বোতলে জল ভোরে তা সূর্য্যর আলোয় রেখে দিন। সেই জল স্নানের জলের সাথে মিশিয়ে স্নান করলে আপনি রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন।

বিজ্ঞান জগৎ

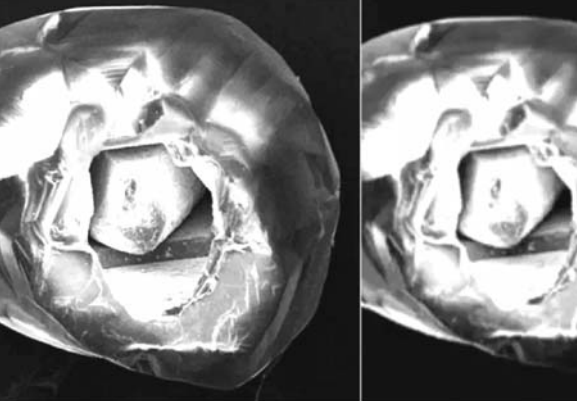


সূর্য থেকে প্লাজমার ফোয়ারা! ১০০,০০০ কিমি লম্বা কী হবে পৃথিবীর?



আর্জেন্টিনার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুয়ার্ডো শ্যাবার্গার পাউপাউ সূর্যের পৃষ্ঠে প্লাজমার প্রাচীরের একটি ছবি তুলেছেন। সূর্যের প্লাজমাগুলিকে এক বলকে আপনার জলপ্রপাতের থেকে কম কিছু মনে হবে না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কিছুই না নড়ে। যদিও তার সবটাই সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই সব কিছুকে মানুষের জ্ঞানের আয়তায় আনতে একের পর এক গবেষণা করে চলেছেন। সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। আর সেই মতোই সূর্যের একটি ছবি বিজ্ঞানীরা তুলে ধরেছেন। যা দেখলে আপনার চোখ কপালে উঠবে। আর্জেন্টিনার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুয়ার্ডো শ্যাবার্গার পাউপাউ সূর্যের পৃষ্ঠে প্লাজমার প্রাচীরের একটি ছবি তুলেছেন। সূর্যের প্লাজমাগুলিকে এক বলকে আপনার জলপ্রপাতের থেকে কম কিছু মনে হবে না। LiveScience অনুসারে, সূর্যের ছবিগুলি ৯ মার্চ অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফার দ্বারা ক্লিক করা হয়েছে। আর এই ছবিতে ফুটে উঠেছে প্লাজমার একটি বিশাল প্রাচীর। যা দ্রুত গতিতে সূর্যের পৃষ্ঠের দিকে নেমে আসছে। প্লাজমা প্লাজমা হল মুক্ত আয়ন এবং ইলেকট্রনের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ একটি নক্ষত্রের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন এবং আয়নের এই মিশ্রণটিকে প্লাজমা বলা হয়। তাদের মধ্যে প্লাজমার উপস্থিতির কারণে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হয়। অত্যন্ত স্লগ চাপের গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকে চালিত করে পৃথিবী পৃষ্ঠেও প্লাজমাকে তৈরি করা যেতে পারে। আর এই প্লাজমারই একটি ছবি তুলেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুয়ার্ডো শ্যাবার্গার পাউপাউ। সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে একটি বিশাল প্লাজমা বের হয়েছে, যা দেখতে জলপ্রপাতের মতো। এই প্লাজমা যেভাবে সূর্যের ভূপৃষ্ঠে ফিরে এসেছে, তা দেখে এর নামকরণ করা হয় জলপ্রপাত। পাউপাউ বলেন, “আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, এটি প্লাজমার শত শত সূতো। দেখে অবাক হয়ে গেলাম।” বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্লাজমা ঘণ্টায় ৩৬,০০০ কিমি বেগে পড়েছিল। প্লাজমার এই অংশগুলি পৃথিবীতে দেখা মেরুজ্যোতির মতো। পাউপাউ আকর্ষণীয় ছবি তোলার জন্য বিশেষ ক্যামেরা সরঞ্জাম ব্যবহার করেছেন। প্লাজমা প্রাচীর “সৌর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০,০০০ কিমি (৬২,০০০ মাইল) উপরে উঠেছে। এটি প্রায় আটটি পৃথিবীর মতো লম্বা। “সূর্যের এই প্লাজমাগুলি খুব গরম, যা সূর্য থেকে উঠে মহাকাশের দিকে চলে যায়। কিন্তু যখন এটি সূর্যের মেরুগুলির কাছাকাছি থাকে, তখন একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। আর তারফলে সেগুলি মহাকাশের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে খুব দ্রুত সূর্যের কাছে ফিরে আসে। মেরুগুলির কাছাকাছি হওয়ায়, নাসা (NASA) এটিকে পৃথিবীর অরোরা বা মেরুজ্যোতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে এই প্লাজমার পরিমাণ দিনের পর দিন বাড়তে থাকলে আর প্রভাব যে পৃথিবীর উপর কীরূপ পড়বে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও কিছু জানাননি।

হিরের ভিতর আর একটা হিরে! সুরাটের কারখানায় বিরাট আবিষ্কার, বিশ্বের বিরলতম পাথর



হিরের ভিতরে আরও একটি হিরে! সম্প্রতি সুরাটের একটি ফার্ম এই ব্যতিক্রমী আবিষ্কারটি করেছে। সেখানেই অভূতপূর্ব ভাবে একটি হিরের ভিতরে আর একটি হিরে দেখা গিয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ডি ডি গ্লোবাল নামের ওই ফার্মটি এহেন হিরে আবিষ্কার করেছিল। ০.৩২৯ ক্যারের ডি-কার্নাড এই পাথরটি খুঁজে পাওয়ার পর সংস্থার তরফ থেকে এর নাম দেওয়া হয়, ‘বিটিং হার্ট’। এই হিরেটি সত্যিই দেখার মতো। আপনি একবার দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না। ওই ফার্মের গবেষণা অনুযায়ী, একটি হিরের গহ্বরের ভিতরে আর একটি ছোট হিরে। গবেষকরা দাবি করছেন, হিরের সন্ধানের ক্ষেত্রে এই পাথরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে বিরলতম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এই রূপক পাথরটি আসলে একটি পার্সেলের অংশ ছিল, যা সুরাটে গুই ফার্ম সন্ধান পেয়েছিল। যিনি এই পাথরটিকে প্রথম খুঁজে পান, তাঁর অনুভূতিটা ছিল ‘বিটিং হার্ট’-এর মতোই। অসামান্য পাথর প্রথম দর্শনের অনুভূতি থেকেই তিনি পাথরটিকে ‘বিটিং হার্ট’ নামকরণের পরামর্শ দেন। ডি ডি গ্লোবাল নামক ওই সংস্থার চেয়ারম্যান বল্লভ বধাসিয়া বলছেন, “সুরাটে আমাদের ফ্যাক্টরিতেই এই হিরের টুকরোটির সন্ধান পাই। এর ভিতরে খুব সুন্দর ভাবে ছোট আর একটি হিরের টুকরো রয়েছে। আগে এরকম হিরে আমরা কখনও দেখিনি।” সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কাছে বল্লভ বধাসিয়া বলছেন, “প্রাথমিক ভাবে এই পাথরটি দেখার পর আমাদের যে অনুভূতি হয়েছিল, তা থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে বিটিং হার্ট।” বদও হল একটি হিরে প্রস্তুতকারক সংস্থা, যারা মূলত সুরাট এবং মুম্বই থেকে কাজ করে। সংস্থাটি তাদের ব্যবসা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই ছড়িয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। ডি ডি গ্লোবালের তরফ থেকে এই পাথরটিকে পরবর্তীতে বিশ্লেষণের জন্য ব্রিটেনের মেইডেনহেডের একটি কারখানায় পাঠানো হয়েছিল।

হিরে আসল নাকি নকল, তা পরীক্ষা করার জন্য অর্পটিক্যাল এবং স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি করা হয়েছিল। তারপরই ডি বিয়ার্স ইনস্টিটিউট অফ ডায়মন্ড এই হিরের আবিষ্কারের ঘোষণা করেছে। তারা জানিয়েছে, ‘বিটিং হার্ট’ কোনও বিরল হিরের অংশ নয় যার মধ্যে ম্যাটিওশকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি আসলে রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় আবিষ্কার করা প্রথম হিরেগুলির মধ্যে একটি।

মানুষ পারে না, ঠোট ছাড়াই কথা বলতে পারে টিয়া পাখি, কারণ ব্যাখ্যা করলেন বিজ্ঞানীরা

টিয়া পাখি যে হুবহু মানুষের কথাকে নকল করতে পারে, তা সকলেই জানেন। অনেকেই বাড়ির টিয়া পাখিকে দিনরাত কসরত করে কথা বলা শেখান। আর শিখে ফেললেই সোনায় সোহাগা। সারাদিন বাড়িতে গমগম করে। কারণ কথা বলতে শুরু করলে টিয়া পাখিকে (প্লেথলস্ট) থামানো মুশকিল। যা প্রশ্ন করেন আর তারাও সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। কখনও কখনও তো আবার অনেককে বাড়ির টিয়া পাখির সঙ্গে গল্প জুড়তেও দেখা যায়। কখনও কী ভেবে দেখেন, তারা কীভাবে মানুষের মতো কথা বলা শেখে? আর কীভাবেই বা বলতে পারে পরিষ্কার সব শব্দ? চলুন জেনে নেওয়া যাক সব প্রশ্নের উত্তর। প্রথমেই আপনি জানলে অবাক হবেন, টিয়া পাখি ঠোট ছাড়াই সব কথা বলতে পারে। এবার আপনি ভাববেন ঠোট ছাড়া বলতে? ৯০ শতাংশ মানুষই জানেন সুন্দর লাল ঠোট। আদর্শেই কি তারা ঠোটের বহরার করে কথা বলার জন্য? বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলছেন অন্য কথা। তারা জানাচ্ছেন, কথা বলার জন্য টিয়া পাখির ঠোটের প্রয়োজন পড়ে না। তারা উইন্ডপাইপ এবং ফুসফুসের মধ্যে একটি ফাঁপা ওয়াই ()-আকৃতির সৃষ্টি করে। একে সিরিঙ্কস বলা হয়। যখন টিয়া পাখি শ্বাস নেয়, বাতাস সেই সিরিঙ্কসের মধ্য দিয়ে যায়। এটি কম্পন সৃষ্টি করে। ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। ফলে আপনি তাকে যা বলবেন, সে সেই শব্দ শুনে হুবহু নকল করবে। এমনকী আপনি যদি তার সামনে গানও গান, তাহলেও সে গাইতে



পারে। তার কারণও এটাই। এর পিছনেও যথাযথ কারণ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তারা জানাচ্ছেন, আফ্রিকায় পাওয়া ধূসর টিয়া পাখি এত স্পষ্টভাবে কথা বলে যে, সে যে কোনও কিছুর উত্তর অন্যায়সেই দিতে পারে। এর কারণ হল তারা বোঝে যে কোন কথার কী মানে,

বলতে পারে। এমনকী তাকে একটি কথা বারবার বলার পরে সে বুঝে যায় কখন-কোথায় সেই কথাটা বলতে হবে। এমনকী ভবিষ্যতে কখন আবার সেই কথাটি ব্যবহার করতে হবে তাও জেনে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, তোতাপাখির মস্তিষ্ক নিয়ে প্রায় ৩৪

বছর ধরে বিশ্বব্যাপী গবেষণা চলছিল। এখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, টিয়া পাখির মনে রাখার ক্ষমতা অন্য সব পাখিদের থেকে অনেক বেশি। তাই তারা মানুষের কণ্ঠস্বরকে মনে রাখতে পারে। এমনকী বুঝতেও পারে।

ডিউক ইউনিভার্সিটির নিউরোবায়োলজির অধ্যাপক এবং হাওয়ার্ড হিউজেস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত এরিক জার্ডিসের ল্যাবের গবেষক মুক্তা চক্রবর্তী মতে, “পাখিদের প্রজাতির মধ্যে খুব কম পাখিই রয়েছে যারা কথা বলতে পারে। আর সেই তালিকার প্রথমেই রয়েছে টিয়া পাখি। কিন্তু আবার সব প্রজাতির টিয়া পাখিই যে কথা বলতে পারে তা নয়। ডেনমার্ক এবং নেদারল্যান্ডসের বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য টিয়া পাখির মস্তিষ্কের টিস্যু সরবরাহ করেছিলেন। গবেষকরা সারা বিশ্বে পাওয়া ৮ ধরনের টিয়া পাখির মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। দেখেছেন তারমধ্যে মাত্র ৫ ধরনের টিয়া পাখি কথা বলতে পারে। টিয়া পাখি শুধু মানুষের মতো কথা বলে না, তারা মানুষের মতো গানও গাইতে পারে। তবে তারা তখনই গান গায়, যখন খুব খুশি থাকে। টিয়া পাখিরা গান গাইতে ভালবাসে। এমনকী খুব সুন্দর শিস দিতেও পারে।

ফের একবার টাঁদে পা রাখবে মানুষ, ২০ এপ্রিল সবচেয়ে বড় রকেট উৎক্ষেপণ করছেন মাস্ক

মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব হোক কিংবা টাঁদে বসবাসের পরিবেশ, বহু বছর ধরেই নিরন্তর খোঁজ চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। কয়েকবছর আগে পৃথিবীর মানুষ টাঁদে বসবাসের জমিও কিনতে শুরু করেছিলেন। আর ইতিমধ্যেই ইলন মাস্ক চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর স্বপ্ন দেখেছেন, যা বাস্তবে রূপ দিতে তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে মাস্কের কোম্পানি ছদ্মধ্বজ্ঞ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম রকেট স্টারশিপ (Starship) লঞ্চ করতে চলেছেন। এই স্টারশিপ রকেট মহাকাশে ভ্রমণকারী অন্য যে কোনও যানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর উৎক্ষেপণ করার দিন পিছিয়ে চলেছে। প্রথমে বলা হয়েছিল এটি ১৭ এপ্রিল উৎক্ষেপণ করা হবে। তারপরে জানানো হয়েছে, সেটি পিছিয়ে চলেছে। প্রথমবারের মতো ২০২৫ সালে, “আমরা প্রত্যাশা কম রাখতে চাই।



মানুষকে চাঁদে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টারশিপ বেছে নিয়েছে। এই মিশনটিকে বলা হচ্ছে আর্টেমিস ৩। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের পর প্রথমবারের মতো ২০২৫ সালে মানুষ আবার চাঁদে যাবে। ১৬৪-ফুট

লম্বা স্টারশিপ রকেটটি ক্রু এবং কার্গো বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে স্টারশিপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রকেট। এর উচ্চতা ৩৯৪ ফুট। ব্যাস ২৯.৫ ফুট। এই

এক ঘটনার মধ্যে পৃথিবীর এক কোণ থেকে অন্য কোণে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ৩০ মিনিট বা তার কিছু বেশি সময়ে সম্পন্ন হয়। এ তো গেল প্রথম অংশটি, এর দ্বিতীয় অংশ সুপার হেভি বৃষ্টির। এটি একটি ২২৬ ফুট উঁচু রকেট। যা পুনঃব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ এটি স্টারশিপকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং ফিরে আসবে। এর ভিতরে ৩৪০০ টন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে স্টারশিপ এবং বৃষ্টির রকেট উভয়ই একসঙ্গে উড়বে না। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে, সুপার হেভি বৃষ্টির লঞ্চার ৩ মিনিট পর স্টারশিপ থেকে আলাদা হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে পড়ে যাবে। স্টারশিপের নিজস্ব ৬টি ইঞ্জিন রয়েছে এবং এটি ১৫০ মাইল পর্যন্ত যাবে। স্পেসএক্স জানিয়েছে, উৎক্ষেপণটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এটি ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬.৫৮-এ লঞ্চ করা হবে। এখন এটাই দেখার যে সঠিক সময়ে এই বিরাট রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয় কি না।

সোনা খনন করতে গিয়ে ৩০,০০০ বছরের পুরনো কাঠবেড়ালির মমি উদ্ধার করলেন

খনি থেকে সোনা উদ্ধারে বেরিয়েছিলেন প্রাচীন। কানাডার উত্তর পশ্চিম প্রান্তের সেই খনি শ্রমিকরা খুঁজে পেলেন অদ্ভুত এক জিনিস। বস্ত্রটি কিছুটা পাথরের মতো, তবে তাতে তুলের মতো কিছুও ছিল। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করার পর জানতে পেরেছেন, এটি আসলে একটি বরফ যুগের জীব। প্রায় ৩০০০০ বছর আগে এটি পৃথিবীতে ছিল। কানাডায় উদ্ধার করা এই ‘ফসিল বল’-এর নখর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পশমের ছিল। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে জানতে পারেন, এটি আসলে একটি মমি করা কাঠবেড়ালি। প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে হাইবেরনেশনের সময় এটি মারা গিয়েছিল। ২০১৮ সালে কানাডার ইউকন টেরিটরির ক্লনডাইক গোন্ড ফিল্ডে খনি শ্রমিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল এই আদিম যুগের কাঠবেড়ালি। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, এটি আসলে কী ছিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, এটি একটি আকর্ষক গ্রাউন্ড কাঠবেড়ালি, যার শরীর নিজে থেকেই মোড়ানো ছিল। এরা আসলে অনেকটাই গোফারের মতো দেখতে। যে জায়গা থেকে এই মমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, প্রায়শই সেখানে এখনও তাদের দেখা মেলে। বিজ্ঞানীরা মমির



জায়গাতেই কাঠবেড়ালির মমিটি উদ্ধার হয়েছিল। Yukon Beringia Interpretive Centre-এর প্রতিনিধিরা বলছেন, “খুবই

আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, কাঠবেড়ালিটি হাজার-হাজার বছর

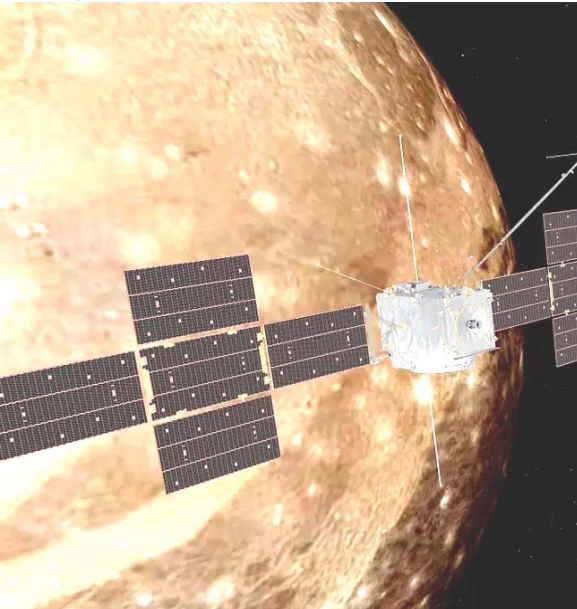
পারেননি যে এটি কাঠবেড়ালি।” ইউকন সরকারের জীবাত্মবিদ গ্রান্ট জাঙ্কাল বলছেন, “যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি এই প্রাণীটির পাঞ্জা, লেজ, কান-সহ অন্যান্য জিনিসগুলি দেখাচ্ছেন, ততক্ষণ এটিকে চিনতে পারবেন না।” গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, হাইবেরনেশনে থাকার সময় মারা গিয়েছিল হেস্টার। আকর্ষক গ্রাউন্ড কাঠবেড়ালিরা তাদের দেহকে মাটির নিচে নিজেদের কুঁচকে রাখে এবং হাইবারনেট করে। সেখানেই তারা পাতার বাসা বানায়। এই কাঠবেড়ালির শরীর একসঙ্গে পের্টোনে অবশ্যই রয়েছে এবং গবেষকরা সেটি খুলতে চান না। কিন্তু কেন তাঁরা ওই মমিটিকে খুলতে চান না? তাঁরা বিশ্বাস করেন, এমনটা করলে ক্ষতি হবে। এই জীবাত্মটি এক্স-রে করা হয়েছিল। সেই এক্স-রে-তে দেখা গিয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে হাড়ের ক্ষয় হয়েছে। যেখানে মমি করা প্রাণীগুলো পাওয়া গিয়েছে। ২০২২ সালে এখান থেকে একটি শিশু ম্যামথও পাওয়া গিয়েছিল, যার বয়স ৩০ হাজার বছর।

২০ এপ্রিল হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ, কোথায় আর কখন দেখবেন এই বিরল দৃশ্য?



চন্দ্র-সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘটা যে কোনও ঘটনাই মানুষের কাছে বেশ আগ্রহের। আর এই নতুন বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে কয়েক ঘণ্টা পরেই। আগামী ২০ এপ্রিল এই বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে। আর এটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই আপনার মাথায় আসছে, ভারতে দেখা যাবে কি না। আর দেখা গেলেও আপনি কখন ও কীভাবে দেখবেন? আপনার সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে এখানে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত মহাসাগর এবং আর্কটিকা সহ অনেক দেশেই সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যাবে। এছাড়াও নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাকার্তা, ফিলিপাইন্স এবং দক্ষিণ জাপানের কিছু অংশেও সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরা একে হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ নাম দিয়েছেন। এ ধরনের গ্রহণ ১০০ বছরে একবারই হয়। হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ হল আংশিক ও বৃত্তাকার সূর্যগ্রহণের মিশ্রণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক, হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ কী এবং এর প্রভাব কী হবে? হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ ১০০ বছরে একবারই দেখা যায়। এই সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব বেশি থাকে না আবার কমও থাকে না। এই বিরল গ্রহণের সময়, সূর্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটি বালকের মতো আকৃতি তৈরি করে, যাকে আঙনের বলয় বলা হয়। যখন সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ সম্পূর্ণভাবে একই সরলরেখায় আসে তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বা হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ হয়। (সেকেন্ডে চাঁদ পুরোপুরি সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয় বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ২০ এপ্রিল সকাল ৭টা বেজে ৪ মিনিটে শুরু হবে এবং বেলা ১২টা বেজে ২৯ মিনিটে শেষ হবে। অন্যদিকে, এই সূর্যগ্রহণের আগে সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তন হবে। তবে ভারতে এই সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না। সে কারণেই এই গ্রহণের সময়কে ভারতের সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। তবে কন্সোডিয়া, চীন, আমেরিকা, মাইক্রোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিজি, জাপান, সামোয়া, সলোমন, বের্নী, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, আর্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, পাপুয়া নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স থেকে এই সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। ভারতে দেখা না গেলেও বিজ্ঞানীদের মতে এই সূর্যগ্রহণের প্রভাব ভারতে বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা যাবে।

আট বছরের সফরে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে JUICE, আলাপ সারবে বৃহস্পতির ৩ উপগ্রহের সঙ্গে



প্রতিবছরই বিশ্বের উন্নত দেশগুলি মহাকাশে তাদের নতুন অভিযান বা মিশন শুরু করে। ২০২৩ সালেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। চলতি বছরে চাঁদ ও মহাকাশের আরও দু’রে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। আর তারমধ্যেই ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি একটি সুখবর নিয়ে হাজির হল। তারা খুব শীঘ্রই তাদের রকেট উৎক্ষেপণ করবে। বিগত কয়েক বছর ধরে তারা আরিয়ান স্পেস এবং এয়ারবাস, এই দু’টি রকেট নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। এই মিশনের দেরি হওয়ার পিছনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবে অবশেষে এই রকেট লঞ্চ করা হবে। ১০ এপ্রিল ২০২৩-এ ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে কৌরো স্পেসপোর্টে একটি দর্শনীয় মিশন চালু করতে যাচ্ছে এজেন্সি। মিশনটির নাম রাখা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জুপিটার আইসি মুন এক্সপ্লোরার (JUPITER ICY MOONS Explorer - JUICE)। এই রকেটের কাজ হল বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা। এই প্রকল্পের ব্যয় ১৪,২৭০ কোটি টাকা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা পৌনে ছটার দিকে লঞ্চটি হবে। JUICE মহাকাশযান ২০৩১ সালের জুলাই মাসে বৃহস্পতির কক্ষপথে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, ৫৯৩৩ কেজি ওজনের অরবিটারটি আট বছর ধরে মহাকাশে ভ্রমণ করবে। তবে নাসার ইউরোপা ক্লিপার মহাকাশযান JUICE-এর আগেই পৌঁছাবে তাঁরা। এটি ২০৩০ সালের এপ্রিলে বৃহস্পতির কক্ষপথে থাকবে। কারণ নাসার যানটি সঠিকভাবে যাচ্ছে। অর্থাৎ কম পথ অবলম্বন করছে। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছাবে নাসার যান। যেখানে, JUICE পৃথিবী এবং শুক্র প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পতির কক্ষপথে পৌঁছাবে। JUICE-এর কাজ হবে সৌরজগৎ-এর সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা। আরিয়ান-৫ নামের রকেটে করে বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় তিনটি উপগ্রহ গ্যানিমেড, ক্যালিস্টো ও ইউরোপাতে পাঠানো হবে ভ্রূসকে। আরিয়ান-৫ হিসেবে রকেটের উচ্চতা ৫৩ মিটার। প্রস্থ ১১.৫ মিটার। এই ফ্লাইটের নাম দেওয়া হচ্ছে কন্স৬০। যদিও রকেটটির ওজন ৭৯০ টন। কিন্তু কেন করা হবে এই পর্যবেক্ষণ? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তিনটি উপগ্রহে জমা হওয়া বরফ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যই JUICE-কে পাঠানো হবে। এছাড়াও সেখানে কোনও সমুদ্র আছে কি না তাও দেখবে। অর্থাৎ যদি সমুদ্র থাকে, তাহলে সেখানে প্রাণ খুঁজে পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যালিস্টোর চারপাশে ২১টি ফ্লাইবাই তৈরি করবে। গ্যানিমেডের চারপাশে ১২ বার ঘুরবে। দু’বার ইউরোপার চারপাশে ঘুরবে। JUICE মহাকাশযানটি এই ধরনের প্রথম মিশন, যা শুধুমাত্র বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহের জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে।



সম্পাদকীয় কলমে...

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
নিয়ন্ত্রণেই উত্থান-পতন!

ভারত ও চীন হল বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দুই দেশ। এতদিন চীন ছিল সবথেকে জনশক্তি। আর ভারত ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কিন্তু এবার তা উল্টে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে এই উত্থান-পতন! চীনের সরিয়ে শীর্ষে অবস্থান করেছে ভারত। চীন ও ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ক্র-তৃতীয়াংশ। এই অবস্থায় উভয় দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটে। সেমতেরা পদক্ষেপ নিয়ে কাজ শুরু হার। এই কাজে ভারতের থেকে চীন অগ্রগত। চীনের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে কমেছে। তার ফলে ভারতের থেকে জনসংখ্যার নীচ নেমেছে চীন। দুই এশিয়ার জায়গাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের থেকে চীনে অনেক দ্রুত গতিতে কমেছে জনসংখ্যা। গর বছর, চীনের জনসংখ্যা হয় দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো হ্রাস পেয়েছিল। এটিকে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২০১১ সাল থেকে ছিল ১.২ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু ২০০১ থেকে ১.৭ শতাংশ ছিল সরকারী তথ্য অনুসারে। আঙ্গু কাঠোর সরকারী নীতির কারণে চীন আরো দ্রুত গতিতে কিয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার। চীনে গর বছর প্রথম ৮ লক্ষ ৫০ হাজার জনসংখ্যা কমে। ১৯৯৩ সাল থেকে এই প্রথম ৫০ হাজার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার কমেছে। ১৯৮৩ সালে চীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ছিল ১.১ শতাংশ। তার আগে ১০৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার অর্ধেক হারিয়ে পাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবাধিকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চীন।

চিন এই দশক অর্জনের জন্য সেপ্টেতে বিয়ে। এক সন্তান নিতে বাধ্য করার উপর জোরজবাবদিত্তি করেছে। তার ফলে এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হয়েছে জনসংখ্যা। ভাতিত মানবাব্যবস্থার উপর সেভাবে চাপ সৃষ্টি করেনি। ফলে চিনের মতো সাফল্য পায়নি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে। গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। ১৯৬২ সালে পরিবার গণনাচলানো শুরু হলে ভারত ১৯৭৭ সালে তা কার্যকর করে তারা। ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিয়েছে ভাতিত পরিবার পরিকল্পনা শুরু করার পর বর্তমান শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার নেমে আসে ২.১ শতাংশে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে তাইবেজিং। দেশে মুমূর্ষুতার কমেছে, বেড়েছে গড় বয়স মনে করে। তাই জনসংখ্যার আরও নিয়ন্ত্রণ না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সঠিক মাত্রায় কমাবে না।

বাংলাদেশের কক্সবাজার
সৈকতে আবারও ভেসে
এলো মৃত তিমি

ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী, ঢাকা

স্কা, ১৮ এপ্রিল; বাংলাদেশ কক্সবাজারের হিমছড়ি মেরিন ড্রাইভ সলং সগারে একটি বিশাল আকৃতির মৃত তিমি ভেসে এসেছে।

মসলবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হিমছড়ি থেকে দরিয়ানগর পয়েন্ট মৃত তিমিটি দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয়দের বরাং দিয়ে সশ্রুতি ১৮ কর্মকর্তা জানান, মসলবার (১৮ এপ্রিল) সকালে কক্সবাজার হিমছড়ির কাছে সগারের একটি বড় আকারের মৃত তিমি ভাসতে দেখেন এলাকার লোকজন ও জেলেরা। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের পর্যটন শাখার কয়েকজন বিকর্মী প্রিন্সেপেট কর্তৃক সগারে ভাসমান তিমিটির কাছাকাছি পৌঁছান। তিমিটি মাল ধরার জাল পঁচানো ছিল। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট। তিমিটি সপ্তাহখানেক আগে মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি পচে গেলো খড়ার তে। তবু, মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। কর্মকর্তারা জানান, এটি জোয়ার-ভাটায় ভেসে না এলে কূলে আনার বাস্হা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা জানান, মসলবার সকালে সগারে মৃত তিমি ভাসার খবর পেয়ে ড্রোনের মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছে। তিমিটির মাথা আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। এটি জোয়ার-ভাটায় কূলে ভেসে এসে ময়নাতদন্তের পর এর মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে একই স্থানে এল জোড়া তিমির মরদেহ ভেসে এসেছিল।

No. F.1(25-19)-SE/SAMAGRA/VOC/2022 Dt-18-04-2023
NOTICE INVITING TENDER (3rd Call)
The State Project Director, Samagra Shiksha, Tripura invites
3rd call of the bids through GeM portal www.gem.gov.in
vide no. GEM/2023/3/3363808 dated 18-04-2023 for se-
lection of Vocational Training Provider for implementation of
Vocational Education program in 90 Govt. Schools of Tripura.
Last date of bid submission: 03-05-2023 till 05:00 pm.

Sd/-
(B. Bhattacharya, TCS, SSG)
SPD, Samagra Shiksha, Tripura

SHORT PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 02/EE/LTV/
PWD/M/2023-24 Dated. 18/04/2023
The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division,
Manu, Dhali, Tripura invites on behalf of the 'Governor of
Tripura' percentage rate e-tender for the following work:-
1. DNle-T No:-38/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2022-23 (2nd CALL)
E/C:-Rs. 7,04,540.00
E/M:-Rs. 14,090.00
Time/Period:- 60(sixty) days
Bid Fee:-Rs. 1000.00
Last date & time for online Bidding:- 03/05/2023 upto 3.00
P.M.

Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal <https://tripuratenders.gov.in>

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(EP.Debbarma)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

বিবেশে প্রতিনিধি ॥ পবিত্র
রমজান মাসে আমার আল্লাহ
তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায়
সিয়াম পালন করি উদ্দেশ্যে দীর্ঘ
সময় খাবার এবং পানাহার থেকে
বিরত থাকি। লম্বা সময় না খেয়ে
থাকার কারণে আমাদেয়
শারীরবিত্তিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন
পরিবর্তন ঘটে থাকে। আসুন
জেনে নেয়া যাক রোজায়
আমাদের অভ্যন্তরীণ শরীরে কি
ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং
এর স্বাস্থ্য উপকারিতা গুলো।
রোজায় আমাদের শারীরবৃত্তীয় যে
পরিবর্তন ঘটে

আমরা সাধারণত রোজ ছাড়া
অন্যান্য সময় ৭-৮ ঘণ্টা পর পর
খাবার খেয়ে থাকি এবং আমাদের
খাবারের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট
জাতীয় খাবার থাকে সেখান থেকে
গ্লুকোজ পাওয়া যায়। আর
কার্বোহাইড্রেট খাবার থেকে প্রাপ্ত
এই গ্লুকোজকে আমাদের শরীর
শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে
বহুবাহক রক্তে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয়
কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।
গ্লুকোজ মূলত লিভার এবং
মাংসপেশীতে জমা থাকে এবং
শরীরের প্রয়োজনে আমাদের রক্ত
প্রবাহে নিগত হয়।

কিন্তু যখন নাকি সমাজন মাসে
আমারা দীর্ঘ সময় থাকি এবং
পানাহার থেকে বিরত থাকা নতুন
পুরো প্রকিয়াতে কিছুটা ভিন্নতা
আনে। সাধারণত ৬ ঘণ্টা পূর্ব
লিভার থেকে সংকটিত পুষ্টি গুণ
আমাদের শারীরিক প্রয়োজনে নিঃ
সৃত হয়। এরপরে লিভার আর
পুষ্টিগুণ সংরক্ষিত না থাকায় শরীরে
উপস্থিত ফ্যাট বা চর্বিতে ব্যবহার
করে আমাদের শরীর নিজস্ব
প্রক্রিয়ায় গুণকাজ তৈরি করে।
এই প্রক্রিয়ায় শরীরে আগুন বেশ
কয়েকটি গুণগতপূর্ণ ঘটনা ঘটে
যায়। আমাদের শরীরে অবস্থায়
রক্ত প্রবাহে কোলেস্টেরল এবং
ইউটরিক এসিড নিঃসরণ করে যার
মাধ্যমে শরীরের ক্ষতিকর দূর্গা
পুষ্টি থেকে বের হয়ে যায়।
এছাড়া অনেকন ঘরে খাবার না
পাওয়ার কারণে আমাদের
পরিপাক তন্ত্রের বিশ্রাম মেলে,
পাকস্থলি বা অন্ত্র পরিষ্কার হয় এবং
তার স্তরগুলো শক্তিশালী হয়।
দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকলে
আমাদের শরীরে অসুখোচ্চ
কোলেস্টেরল এবং



নামে একটি প্রক্রিয়া উদ্দীপিত হয়। যেখানে আত্মপরাণের শরীরের ক্ষতিগ্রস্ততাকে কাণ্ডালি মেজেই নিজের প্রাণের অপরাণকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। আত্মপরাণ দীর্ঘসময় পানাহার থেকে বঞ্চিত থাকায় ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় পানিশূন্যতার জন্য সাধারণত মাথা ব্যাথা, দুর্বল লাগা এবং অনমনীয়গতি তৈরি হয়। একারণে রমজান মাসে ইফতার থেকে পানিশূন্যতা পরিহার করতে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাবার পানীয় পরিমাণ পান করা জরুরি। এই পানিশূন্যতা কিছুটা কমালেও প্রাণ আত্মদের ক্ষতি-ক্ষতিগ্রস্ততা হ্রাস ছাড়া প্রক্রিয়া কমিয়ে প্রভাবের পরিমাণ হ্রাস করে যতটুকু সম্ভব পানি পরিমাণ চেষ্টা করে। একভাবে রোজা রাখার কারণে আত্মদের শরীরে যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলো ঘটে পানিশূন্যতা সত্ত্বেও আসলে আত্মদের সাধারণ রোজা যেমন আত্মত্যাগ ও বুদ্ধিবৃত্তি একটি ফরয ইবাদত তেমনি রোজা রাখার মাধ্যমে পানি পানায় অনেক পরিমাণে সাহায্য করে।

মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন, রোগ
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ আরও
অনেক রননের বাস্তু উপকারিতা
পাওয়া যায়। আসুন সন্ধিপ্ত
আকারে রোজা রাখার কারণে
বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে
জেনে নেই।

১। রোজা রাখলে শরীরের ক্ষতিকর
পদার্থ দূর হয়ে যায়।
পর্বের রমজান মাসে আমরা টানা
৩০ দিন লম্বা সময় ধরে রোজা
রাখি। রোজা রাখার বেশীভাগ
সময় আমরা খাবার গ্রহণ না করার
কারণে আমাদের শরীরের লিভার,
পাকস্থলী এবং অন্যান্য অঙ্গ বিপর্যয়
পায়। আর যেহেতু আমাদের শরীর
তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন
সম্পাদনা করে থাকে তাই এদয়
আমাদের শরীরে যে টক্সিন বা
বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে হয়েছিল
সেগুলো শরীরিক ক্রিয়াকলাপের
মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে
দেয়। এটিকে আমরা অঙ্গ
প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়,
পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার হয়ে যায় এবং
রক্ত সঞ্চালনের উদ্ভি ঘটে।

২। রোজা রাখলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
লম্বা সময় খাবার থেকে বিরত
থাকার কারণে আমাদের
পরিপাকতন্ত্র বিষম পায়। লিভার

কেতে এনজাইম নিঃসরণ হয়।
 যেখানে শরীরের চর্বি এবং
 কোলেস্টেরলকে ভেঙে প্রাস
 এসিডে রূপান্তরিত করে যেটা
 কিনা। পরিশেষে হজমশক্তি বৃদ্ধি
 করে। এছাড়া যে খাবার গুলো
 আগে হজম হয়নি সেগুলো হজম
 হয়ে থাকলোই ও অল্প পরিষ্কার
 হয়। এছাড়া রোজা টানা রাখার কারণে
 ক্ষুধা হরমোন যায় এবং শরীরে ক্ষুধা
 সৃষ্টির হরমোন মিনিস্ট্রস হয় যার
 ফলে অল্প খেলেই ক্ষুধা মিটে যায়।
 এই পরিবর্তনও পরিপাকতন্ত্র এবং
 হজমের জন্য ভালো।
 ৩। ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে
 আমরা যদি দীর্ঘ সময় রোজা রাখি
 এবং স্বাস্থ্যকর খাবার পরিমিত
 ভাবে খাই তাহলে ওজন কমানো
 খুব সহজ হয়ে যায়। কেননা লম্বা
 সময় না খেয়ে থাকার কারণে
 আমাদের শরীর বিভিন্ন শারীরিক
 কাজ সাধনের জন্য শরীরে উপস্থিত
 চর্বিতে ব্যবহার করে যেতেই কাজ
 সম্পাদন করে থাকে। যেহেতু এ
 প্রক্রিয়ার শরীরে জমা চর্বি ব্যবহৃত
 হয়ে যায় এতে করে ওজন হ্রাস
 পায়।
 ৪। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
 করে
 আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ

আন্তঃস্থাপন মাধ্যম শ্বেত রক্তকণিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রোজো রাখার খাণ্ডার নামক রক্তাক্ত শ্বেত রক্তকণিকার উপগ্রন্থিত মাধ্যমের আওতাই বেশির কায়কারী হয়। অত্যাধিক স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। এছাড়া দীর্ঘ সময় খাবার বিরতির কারণে অমরা যখন ইচ্ছার কবিত তখনই আমাদের শরীরে “সিম সেন” নামক কয়েক পুনঃসঞ্চার হয় যেখানে লাল এবং শ্বেত রক্ত কণিকা ও প্লাস্টিস্টিক থেকে তার কায়কান্তে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১. রক্তপান কায়

দিনের লম্বা সময় খাবার না খাওয়ার কারণে শরীর লম্বা লম্বা গঠনে থাকে। অত্যাধিক সারাদিন উইটরিন বা মুরের সাথে লম্বা বের হয়ে যায় যার ফলে রোজো রাখার কারণে রক্তপান কায় ও শরীরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

রোজো রাখার কারণে আমাদের শরীরের “হিউম্যান গ্রোথ হরমোন” নামের একটি হরমোন উৎপন্ন হয়। যার কারণে শরীরের বিকাশের কায়কারী ভূমিকা পালন করে।

১৭। হৃদযন্ত্রের কায়কারিতা বৃদ্ধি করে।

রোজো রাখার কারণে শরীরে খাণ্ডার কায়কান্তের প্রমাণনা হইবে।

রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয় ফলে
সাম্প্রদায়িক কার্যকারণতা বৃদ্ধি পায়
এবং উন্নতি সাধন হয়।

৮। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন
রোজা রাখার কারণে কালারি, চিনি
এবং লবণ কম পরিমাণে খাওয়া
হয় যার কারণে আমাদের মানসিক
স্বাস্থ্য শক্তিশালী হয়, স্ট্রেস কমে
এবং মানসিক সচ্ছতা পাওয়া যায়।

৯। প্রাণ সুগার নিয়ন্ত্রণ
রোজা এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস
পালনের সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করেতে
পারবে যার কারণে অনেক গবেষণায়
দেখা গেছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস
এবং ক্ষেত্র ভালা ফলাফল পাওয়া
যায়।

৩০। বার্ষিক প্রক্রিয়াকে ধীর করে
 রেজো প্রাকার কারণে শরীরে
 যেকোনো প্রক্রিয়া হয়ে থাকে যেমন
 অটোফ্যাগিজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
 আমাদের শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত
 অংশগুলি নিজেই নিজেদের
 অপসারণ করে। এছাড়া শরীরের
 জমা থাকা ক্ষতিকর পদার্থ
 প্রক্রিয়াকৃত প্রক্রিয়ায় শরীর থেকে বের
 হয়ে যায়। পরিপাকস্থলি, লিভার,
 হার্ট এবং অন্যান্য অঙ্গের
 কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, স্নায়ু
 প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন
 হয়। সব মিলিয়ে শারীরিক
 কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বার্ষিক
 প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্ভাব্য
 ১১। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
 পায়। রেজো প্রাকার অস্থায়ী রক্তে
 “নেওডারফিন” নামক হরমোন
 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যেকোনো
 প্রক্রিয়া প্রস্তুত করে রাখে। এর
 ফলে মস্তিষ্ক অত্যন্ত চিত্তবৃত্তি

পায়। তবে এসব স্বাধীন
উপকরিতা নিশ্চিত করার জন্য
আমাদের কিছু হায্যবান ইফতার
এবং সেহেরী নিশ্চিত করা
নাগেবে। আস্থাকর এবং লেখক
কর মনসা, তেল এবং বেশ
ব্যবহার করা ইফতার কিন্তু
অস্থায়ী করা সুস্থাতের বদলে
অস্থায়ী নিয়ে আসবে যেটা আমরা
অবশ্যই এই করোনাইভারাসের
ভঙ্কর পরিত্রিত্তে চাই না।
আর পরামেমে আরেকটি কথা
নাগেবে নয়। আমাদের রোজা
রবাল মূল উদ্দেশ্য কিন্তু হেচে হেচে
আগাহ তালার সন্তুষ্টি আতা ভার
পাশাপাশি যে স্বাধীন উপকরিতা
আমরা পছন্দ সেটা হচ্ছে প্রত্যাকর
অতিরিক্ত।

কেন অত্যন্ত শূভ অক্ষয় তৃতীয়া? জানুন মাহাত্ম্য ও কারণ



শেষে প্রতিনিধি ॥ সামলিয়ে
হুঁড়ু বাঘলপুত্রের আরও একটি
শুক্লপঙ্ক ডেসব- অক্ষর তৃতীয়া
। তবে শুধু বাঙালি নয়, গোটা
বিশ্বের হিন্দুরাও জানাই এই
উৎসব অত্যন্ত শুভ। শৈশব
মাসের শুক্লপঙ্ক তৃতীয়া তিথিতে
“অক্ষর তৃতীয়া”-র পূজা হয়।
যে কোন কাজ সম্পন্ন করার
জন্য এদিন অত্যন্ত শুভ বলে মনে
করা হয়। “অক্ষর তৃতীয়া”
২০২২-র দীক্ষণ * আগামী ৩
মে (বাংলা ১৯ বৈশাখ) অক্ষর
তৃতীয়া শুভ তিথি পড়ছে।
২ মে রাত ৩:১৭ মিনিট থেকে ৩
মে ভোর ৫:২৫ মিনিট পর্যন্ত
তৃতীয়া থাকবে। একইভাবে দীক্ষণ
থাকছে তৃতীয়া। অক্ষর তৃতীয়া
২০২২-র অমৃতবোণা দিবা ঘ
৭:৩৭ গতে ১০:১৪ মতো ও
২১:৫৫ গতে ২১:০৬ মতো

[illegible]

কিন্তু সেই সময়ে তাঁদের ঘরে কোনও
অন্য ছিল না। ফলে তাঁরা দুই দাবীসা
অভিযান। শুধোতা ভেবে ভয় পান
পাণ্ডব ও দ্রৌপদী। ঠিক সেই সময়ে
শ্রীকৃষ্ণ ঘরে ঘূঁড়িয়ে তালার নেমে
গেলেন। একটীমাত্র চাচের দান। খেয়ে
নেন। আর অবাক করা বিষয়,
তাতেই পেট ভরে যায় দাবীসা ও
তাদের শিশুরা। দাবীসা অভিযান
থেকে এই অক্ষয় তৃতীয়ার নিউ
পাণ্ডবদের বরকরকেনে শ্রীকৃষ্ণ।
তাঁরা এই দিল্লিক শুভ বলে মনে
করে। আরার অন্য একটি
কলতি পৌরবিক কথা অনুসারে,
বিষুভ পূর্ণিমা অবতাক কৃষ্ণ ঝাপর
যুগে জন্মগ্রহণ করেন মর্ত্যে। তাঁর
পূর্ণিমা নামে এক নারী ব্রাহ্মণ
ছিল। সুদামা একদিন
ভুলসব কৃষ্ণের সব খাবার খেয়ে
শেষেছিলেন। এরপরে তিনি
শ্রীকৃষ্ণকে খাবার দিতে একমাত্র

চাল নিয়ে তাঁর ঘরে আসেন।
 চলে যাওয়াটার জন্য বদ্ধ
 সুন্দারাম এই আচরণ মুগ্ধ কব্ধে
 শ্রীকৃষ্ণকে। এরপর শ্রীকৃষ্ণের
 আশীর্বাদে সুন্দারাম সস্ত দারিদ্র্য
 ত্যাগে যায়। মনে করা হয় যেদিন
 এই ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন ছিল
 বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়
 দিনটি। তাই দিনটি বিশেষ শুভ।
 এছাড়াও শোনা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার
 দিনেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ
 করেছিলেন। সেখানেও এই দিনটি
 শুভ। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্যবসায়ী
 লক্ষ্মী-গণেশ পূজার আয়োজন
 করেন। অনেক দোকান এদিন
 হালখাতাও হয়। শুধু দোকান নয়,
 এদেশকে বাড়িতেও পূজা করেন।
 এছাড়া বিভিন্ন মন্ডলের ভাঙো ভিড়
 জমান। বিশ্বাস করা হয় যে, এদিন
 মানুষ কিনলে পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি
 ঘটে।

সৌভাগ্যের প্রতীক

অক্ষয় তৃতীয়া

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়া জেনারেল এই দিনটি পালন করেন। অক্ষয় শব্দের অর্থ অক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ চিরস্থায়ী। কথিত আছে, এই পবিত্র তিথিতে কোনও শুভ কাজ আরম্ভ বা সম্পন্ন করলে তা অনন্তকাল পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকে।

পয়লা বৈশাখের মতেই অনেক ব্যবসায়ীরা এই দিনটিতে হালখাতা উপলক্ষে লক্ষ্মী ও গণেশের পূজা করেন। ২০২৩ সালে অক্ষয় তৃতীয়া কবে? জেনে নিন তিথি, শুভক্ষণ ও এই দিনটির তাৎপর্য।

অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি ও শুভক্ষণ - অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপিত হবে ২৩ এপ্রিল, রবিবার। তৃতীয়া তিথি শুরু - ২২ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪৯ মিনিটে



এবে শেষ হবে ২৩ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪৭ মিনিটে। অক্ষয় তৃতীয়ার পূজা সমুহ ২৩ এপ্রিল, সকাল ১০টা ১০ মিনিট থেকে সকাল ৭টা ৪৭ মিনিট পর্যন্ত চলবে। অক্ষয় তৃতীয়ার তৎপর - অক্ষয় তৃতীয়াসক সমবেদে গুণ্ডা তিথি মনে করা হয়। এই দিনে যে কোনও শুভ কাজ করা যেতে পারে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, অক্ষয় তৃতীয়ার কোনও শুভ কর্ম করলে তার শুভ ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পুরাণে বলে, এই তিথিতেই ধনসম্পত্তির দেবতা কুবেরের তসপায়া তুষ্ট হয়েছিল শিব অতুল ধন সম্পত্তি দান করেন। অক্ষয় তৃতীয়ার বিষ্ণুর খুব অবতার পরশুরামের জন্ম তিথি। এমনকি, পুরীধামের জগন্নাথদেবের জন্মখাটার খব নর্মিণ গুপ্ত এই তিথিতেই হোয়েছিল বলে বিশ্বাস। হিন্দু স্মৃতিতে অক্ষয় তৃতীয়াসক গণেশের জন্মতিথি হিসেবে মন্য করা হয়। এই তিথিতেই গণেশ মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। আর্য এই পবিত্র দিন থেকেই ব্রোহ্মযুক্ত শুরু হয়েছিল। অক্ষয় তৃতীয়াসক কোন কোন কাজ করা শুভ - অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সোনা, রূপে ক্রিয়ালে সৌভাগ্য অক্ষয় হয়। নতুন ব্যবসা শুরু করাও খুবই শুভ। এই দিনে যে সম্পত্তিটা বিবাহ করেন, তাঁদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি অক্ষয় হয়। এ ছাড়া, অক্ষয় তৃতীয়ার গরীবদের দান, খাদ্য এবং আনান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দান করা খুব শুভ। ভূমিপূজা, শ্রুগুপ্তবেশ বা নতুন গাড়ি কেনারও বিধান রয়েছে শাস্ত্রে।

দেশ-বিদেশের সংবাদ

তীব্র দাবদাহ: পানীয় জল বিতরণ পক্ষের সূচনা কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে



ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি, কমলপুর, এপ্রিল ১৯: প্রচলিত দহন জ্বালায় জলছে মানুষ। সরকারি তরফে বন্ধ করা হয়েছে বিদ্যায়। বার বার সতর্ক করছেন চিকিৎসকেরা। এই অবস্থায় পানীয় জল বিতরণ পক্ষের শুরু হলে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে।

বৃহস্পতি এদিন নেতাজি চৌমুহীতে পথচারীদের মধ্যে পানীয় বিতরণ করে এর সূচনা

করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার। ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের সদস্য-সদস্য। সজিত বণিক, সুমিত্রা দেব, প্রশান্ত সাহা, কল্লোল রায় প্রমুখ।

তীব্র তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় পানীয় জল ও শরবত অনেকটাই সাহায্য করবে বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের। সেই প্রেক্ষাপটেই নগর পঞ্চায়েতের এই

উদ্যোগ। এই বিষয়ে নগর ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার বলেন, 'প্রচলিত গরমে পথ চলতি মানুষজনকে কিছুটা স্বস্তি দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত মানুষের স্বার্থে বিগত দিনেও কাজ করেছে এবং আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে।' নগর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়ায় যথেষ্ট খুশি পথচলতি মানুষজন।

বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত সুশাস্ত দেব

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশাস্ত দেব কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে লক্ষ্য করা গেছে। ঠিক একই ভাবে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতি আসন্ন ঈদুল ফেতর উপলক্ষে বিশালগড় বিধানসভার অরবিন্দ নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৩ নং বৃথের গরিব দুঃস্থ মুসলিম মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ করেন। বিধায়ক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গরিব দুঃস্থ মুসলিম মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বী মহিলারা তাদের পবিত্র ঈদের সময় টাকার অভাবে ভালো পোশাক পড়তে পারেন না তাই এবার বিশালগড় এর বিধায়ক সুশাস্ত দেব মুসলিম ধর্মাবলম্বী মহিলাদের ঈদ যেন আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে কাটে তার জন্য ওই এলাকার গরিব মুসলিম মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। এ দিনের এই সমাজ সেবামূলক কর্মসূচিতে মুসলিম ধর্মের মহিলারা এলাকার বিধায়কের হাত থেকে বস্ত্র পেয়ে আনন্দে এবং আশুত হয়ে বাড়ি ফিরতে লক্ষ্য করা গেছে।

জিবি বাজারে জল ও সরবত বিতরণ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি উদ্যোগে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের মধ্যে সরবত বিতরণ করা হয় জিবি বাজার এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত জানান দেশ জুড়ে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এইদিন জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সরবত বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জিবি হাসপাতালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনরা আসে। তাই সকলের জন্য এইদিন সরবত বিতরণ করা হয়েছে। মহারাজগঞ্জ বাজার কিয়ো জিবি বাজার নয়, এইদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের মধ্যে

সরবত বিতরণ করা হয়। একদিকে প্রথর রৌদ্র, অপরদিকে হাঁসফাঁস গরম। এতে করে এক প্রকার নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় পথ চলতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে সরবত বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ব্যবসায়ী সমিতি। এইদিন মহারাজগঞ্জ বাজারের লোটাস স্ট্রাব সংলগ্ন এলাকায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের মধ্যে সরবত বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য জানান গরম বৃদ্ধির সাথে সাথে মুখামন্ত্রী সরকারি স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছেন। তারপর আরক্ষ্য কর্মী ও ট্রাফিক পুলিশদের জন্য জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আতিকের খুনিদের ৪-দিনের পুলিশ হেফাজত, সাসপেন্ড স্টেশন অফিসার অশ্বিন কুমার



প্রয়াগরাজ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও আশরাফের খুনিদের ৪-দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানো প্রয়াগরাজের সিজেএম আদালত। বৃহস্পতি সকালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে খুন হওয়া আতিক আহমেদ এবং আশরাফ আহমেদের খুনিদের প্রয়াগরাজের সিজেএম কোর্টে আনা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে নিয়ে আসা হয় আদালতে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। উত্তর প্রদেশ পুলিশের আরবেন মঞ্জুর করছেন আদালত। আতিক ও তার ভাইয়ের খুনিদের ৪-দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে প্রয়াগরাজের সিজেএম আদালত। এদিকে, আতিক ও আশরাফ হত্যা মামলায় এবার সাহায্যের স্টেশন অফিসার অশ্বিন কুমার সাসপেন্ড করা হল। এই মামলায় গণিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সমস্ত পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিছুদিন আগেই প্রয়াগরাজ হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ভাগ্যবশত গুলিতে খুন হয় আতিক এবং আশরাফ।

অমিত শাহ ও জেপি নড্ডার সঙ্গে দেখা করবেন বলে দিল্লিতে জানালেন মুকুল রায়

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত নেতা মুকুল রায় ফের ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রাজনীতি করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় হুয়াং করেই দিল্লি চলে যান তিনি। তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে দাবি করছেন তাঁর ছেলে শুভাংশু। অনাদিবে দিল্লি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়ায় সঙ্গে কথা বলেন মুকুল রায়। তিনি ছেলেদের পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিও রাজনীতি করতে বিজেপির সাথে হাত মেলান। মুকুল আরও দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তার ছেলেকে আলোচনা করেছেন। এর পরে, মঙ্গলবার আসন্ন আসন্ন ফের একবার ক্যামেরার সামনে এসে বলেন, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে বিধায়ক এবং এখনও বিজেপিতে আছি। অমিত শাহ ও জেপি নড্ডার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পাটি আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। অসুস্থতার কারণে আমি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম না কিন্তু এখন আমি সুস্থ হয়েছি এবং বিজেপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করব।

ফুলবাড়ীতে রমজান মাসে বইখাতা বিতরণ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি, আজ ছিল পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ফুলবাড়ী কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বনগাঁও জামে মসজিদে কুরআন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবিরের অন্তিম তথা শেষ দিন। এই শেষ দিনে বনগাঁও কুরআন প্রশিক্ষণের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৫০ জনকে পবিত্র কোরআন শরীফ এবং বিভিন্ন কিতাব দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার গুলো জালাল আর ইনসান খেদমত ফাউন্ডেশনের সভাপতি জালাল মিয়া। উল্লেখ্য থাকে যে গত কয়েকদিন আগে কৈলাসহর দুলাভাইয়ের মাদ্রাসা মাঠে জালাল ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এক বস্ত্র বিতরণ ও ইফতার পাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে কৈলাসহরের বিশিষ্ট সাংবাদিক আজির উদ্দিন জালাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি জালাল ইমরানের কাছে দাবি করেছিলেন ৫০টি পবিত্র কোরআন শরীফ বনগাঁও কোরআন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। সেই হিসাবে জালাল ফাউন্ডেশন এর সভাপতি জালাল মিয়া ৫০ টি পবিত্র কোরআন শরীফ দান করেন। এই



৫০ টি কোরআন শরীফ আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বনগাঁও কুরআন প্রশিক্ষণ শিবিরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। বনগাঁও কুরআন প্রশিক্ষণের তরফ থেকে জালাল ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জালাল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। আজকে এই মহতী বিদ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বনগাঁও জামিয়া মসজিদের সভাপতি ডক্টর রাজাব উদ্দিন। এই মহতী অনুষ্ঠানে বক্তব্য

রাখেন বনগাঁও প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান শিক্ষক মাওলানা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বক্তব্য রাখেন মৌলানা মনু মিয়া এই অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন মৌলানা সিরাজুল ইসলাম প্রশিক্ষণ শিবিরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা হাবিবুর রহমান মনসুর আলী প্রায় ১৩০ জন ছাত্রছাত্রীদের কে পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন বনগাঁও জামে মসজিদের সম্পাদক মনসুর আলী।

বরপেটা হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড সৌভাগ্যবলে সুরক্ষিত রোগী

বরপেটা (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটা সিভিল হাসপাতালে বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রোগী ও কর্তব্যরত চিকিৎসক-নার্সদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে সৌভাগ্যবলে অগ্নিকাণ্ডে সব রোগী সুরক্ষিত বলে জানা গেছে। ঘটনা গতকাল মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত আত্মীয়রা তাদের রোগীদের শয্যা থেকে তুলে দৌড়ে বাড়ি বেরিয়ে আনেন। এদিকে ডা. সাজিদুর রহমান নামের কর্তব্যরত জনৈক চিকিৎসক এবং শেখ আব্দুল হালিম সাহসের বলে আগুন নেভানোর কাজে অগ্নিকাণ্ডের পড়েন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বিধবংসী অগ্নিকাণ্ড থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন বলে রোগী এবং অনার্সা জানান।



কালো ধোঁয়ায় হাসপাতালকে গ্রাস করে ফেললেও ফায়ার অ্যালার্ম কেন্নে বাজনি, এই প্রশ্ন তুলেছেন রোগীদের আত্মনৈবেদ্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নার্সের কোঠা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল। তবে কীভাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য বের করতে পারেনি

অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র বা পুলিশ। তবে হাসপাতালের সুপার ডা. নজিরুল ইসলামের ধারণা, শর্ট সার্কিটের ফলেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ডা. নজিরুল ইসলাম জানান, ইতিমধ্যে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের অগ্নিকারিক এবং পুলিশ এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে হুমকি বার্তা, আটক বিজেপি কর্মী

হুগলি, ১৯ এপ্রিল (হি. স.) : আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে হুমকি বার্তা পাঠানোর অভিযোগে আটক করা হল এক বিজেপি কর্মীকে। অপরূপার অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁকে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, "তুই বাঁচবি তো?" এর পর বৃহস্পতি শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সাংসদকে ওই হুমকি বার্তা পাঠানোর অভিযোগ ওঠে শেওড়াফুলির চাটরা এলাকার

পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হুগলির বিজেপি নেতৃত্ব। অপরূপার অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁকে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, "তুই বাঁচবি তো?" এর পর বৃহস্পতি শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সাংসদকে ওই হুমকি বার্তা পাঠানোর অভিযোগ ওঠে শেওড়াফুলির চাটরা এলাকার

বাসিন্দা তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা অম্লান দত্তের বিরুদ্ধে। পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তৃণমূলের দাবি, অম্লান এক জন বিজেপি নেতা। গত পুরভোটে বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির হয়ে প্রার্থী হন তিনি। এ নিয়ে অপরূপার বক্তব্য, "অম্লান দত্তের মাধ্যমে বিজেপি আমাকে নিশানা করছে। কিন্তু আমি তাতে ভয় পাই না। আইন আইনের পথে চলবো।"

ঈদের বাজারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাপপ্রবাহ; বিকিকিনি মন্দ, মন খারাপ

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : গরম! শুধু গরম নয়, শরীর পুড়ে যাচ্ছে তীব্র দাবদাহ। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে গরমে গুঁটাগত প্রাণ। উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলায়ও একই অবস্থা। এই তাপপ্রবাহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঈদের কেনাকাটায়। ঈদের সপ্তাহে যেমন বিকিকিনি হয়, এবার তেমনটা হচ্ছে না। বিকিকিনি মন্দ, তাই স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ বিক্রয়কারীদের।

মাভ্রাতিরক্ত গরমের কারণে নিউমার্কেট হোক অথবা হাতি বাগান, কলকাতার প্রায় প্রতিটি বাজারই গুণশান, লু বইছে তাই কেউ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন না। দোকানিরা দোকান খুলে বসেও, ক্রেতাদের দেখা যাচ্ছে বাজারে, কোনও

বৃষ্টির অপেক্ষা করছেন, কিন্তু বৃষ্টি আর হচ্ছে কই! চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই, এমনটাই শোনা যাচ্ছে বিক্রেতাদের মুখে। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকজন ক্রেতাকেই দেখা যাচ্ছে বাজারে, কোনও

কোনও দিন অবশ্য সন্ধ্যায় বাজারে আসছেন ক্রেতারা, তাতে কিন্তু মন ভরছে না বিক্রেতাদের। বাজারে ক্রেতাদের দেখা সেভাডের না মিললেও, অনলাইন কেনাকাটায় ভিডিও বেড়েছে বেশ খানিকটা। অনলাইনে কেনাকাটা বেড়েছে তুলনামূলকভাবে।

সৌদির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের
নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার রাত্রে সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফৈজাল-বিন-ফারহান-আল-সৌদের সঙ্গে সুপানের পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেছেন। উভয় নেতা এ বিষয়ে যোগাযোগ রেখে চলার ব্যাপারেও সহমত পোষন করেন। এছাড়াও ডঃ জয়শঙ্কর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ-বিন-জায়েদ-বিন-সুলতান-আল-নাহিয়ানের সঙ্গেও সুদান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বৃহস্পতি সকালে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফৈজাল-বিন-ফারহান-আল-সৌদের সঙ্গে সুপানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ভারত সরকার সন্ত্রাস খবর, সুপানে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করছে ভারত।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, THURSDAY, 20th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ৬ বৈশাখ, ১৪৩০ বাং

দেবোত্তমের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স
জয়ের হ্যাটট্রিক দেবর্পিত সি এ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি অমরপুর, ১৯ এপ্রিল জয়ের হ্যাটট্রিক করলো দেবর্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। বৃহস্পতি দেবর্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ৯ উইকেটে পরাজিত করলো ইয়াপ্তি কৌতল ক্লাবকে। দেবোত্তম ঘোষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাদ্ধামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইয়াপ্তি কৌতল ক্লাবের গড়া ১১৪ রানের জবাবে দেবর্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের দেবোত্তম ঘোষ প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৪৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় দেবোত্তমকে। এদিন সকালে টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইয়াপ্তি কৌতল ক্লাব ৩০ ওভারে সবকটি উইকেট



হাইরয়ে ১১৪ রান করে। দলের পক্ষে শুভ রঞ্জন জমতিয়া ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার

বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, অরুণ কুমার জমতিয়া ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অমর শক্তি জমতিয়া ১০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। এছাড়া দল ২২ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দেবর্পিত ক্রিকেট আকাদেমি-র পক্ষে গোপাল দাশগুপ্ত (৩/৩০), দেবোত্তম ঘোষ (২/৯) এবং রামদুলাল সাহা (২/১২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দেবর্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ১৪.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দলের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ ২০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রানে এবং সুবিনল নাথ ৩৯ বল খেলে ২১ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে রাহুল সূত্রধর ২৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রান করেন।

অনূর্ধ্ব-১৫: অমনের বিশ্বংসী বোলিংয়ে
প্রথমবার ফাইনালে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে
সদর 'এ'-র মুখোমুখি শান্তিরবাজার

শান্তিরবাজার-১১৯ সদর 'বি'-১০৩ ক্রীড়া প্রতিনিধি মোহনপুর, ১৯ এপ্রিল রাজ্য ক্রিকেটে অর্থটন। সদর 'বি'-কে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করলো শান্তিরবাজার মহকুমা। ২১ এপ্রিল রাজ্য সেরা হওয়ার লক্ষ্যে শান্তিরবাজার মহকুমা খেলবে সদর 'এ'-র বিরুদ্ধে। ড: বি আর আশ্বেদকর মাঠে ওই দিন সকাল ৮ টায় হবে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের। বৃহস্পতি অত্যধিক আবহাওয়া খোঁসারত দিয়ে আসর থেকে ছিটকে গেলো সদর 'বি' মহকুমা। শান্তিরবাজার মহকুমাকে অল্প রানে আটকে দেওয়ার পর আবহাওয়াতে ভুগছিলো সদর 'বি'-র ক্রিকেটাররা। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দেবরত চৌধুরির ছেলেরা

আটকে দেয় বিশ্বজিৎ দেবের দলকে। শেষ বল পর্যন্ত হার না মানা মানসিকতাই শান্তিরবাজার মহকুমাকে প্রথমবার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। আর এর জন্য পুরো কুটিয়ের দাবিদার কোচ দেবরত চৌধুরি। কোচই ক্রিকেটারদের মধ্যে ওই মানসিকতা ঢুকিয়েছেন বলে জানা গেছে। মোহনপুর স্কুল মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে শান্তিরবাজার মহকুমা ১৬ রানে পরাজিত করে সদর 'বি' মহকুমাকে। শান্তিরবাজার মহকুমার গড়া ১১৯ রানের জবাবে সদর 'বি' ১০৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের অমর দেবনাথ ৬ উইকেট নিয়ে সদর 'বি'-র কোমড ভেঙ্গে দেয়। সকালে টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'বি'-র

বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ২২ গজ তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি শান্তিরবাজার মহকুমার ব্যাটসম্যান-রা। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ৩৬ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৮০ রানের গতি পার হতো না। দলের পক্ষে নিহার রিয়াং ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, ওপেনার সৌরভ দেবনাথ ৬৬ বল খেলে ১৩, অরিপ মিয়া ২৫ বল খেলে ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং হুমত সরকার ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। সদর 'বি'-র পক্ষে উজ্জয়ন বর্মিন (২/১২), মাহিন চৌধুরি (২/১২), অমিত সরকার (২/২৫) এবং নীতিশ কুমার সাহানি (২/৩৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে গেলো শুভ থেকেই নড়বড়ে ছিলো সদর 'বি'-র ইনিংস। মাঝে অংশুমান নন্দী কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিলো না। শান্তিরবাজারের দুই বোলার অমর দেবনাথ এবং দলনায়ক অয়ুষ দেবনাথ-র সদর 'বি'-র যাবতীয় স্বপ্ন তখনই ছুরে দেয়। ২৫.৩ ওভার ব্যাট করে সদর 'বি' ১০৩ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে অংশুমান নন্দী ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, উজ্জয়ন বর্মিন ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, নীতিশ কুমার সাহানি ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, অমিত সরকার ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মাহিন চৌধুরি ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। শান্তিরবাজারের পক্ষে অমর দেবনাথ (৬/২১) এবং অয়ুষ দেবনাথ (৩/২২) সফল বোলার।

অর্কজিৎ, আকাশ এবং অর্ঘ্যদীপের
অর্ধশতরান প্রত্যাশিতভাবেই
ফাইনালে উঠলো সদর 'এ'

সদর 'এ'-২১৭/৯ লংতরাইভ্যালি-১৬১ ক্রীড়া প্রতিনিধি প্রত্যাশিতভাবেই ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করলো সদর 'এ'। বৃহস্পতি সেমিফাইনালে সদর 'এ' ৫৬ রানে পরাজিত করে লংতরাইভ্যালি মহকুমাকে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলোই ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নেন শুভ পালের ছেলেরা। একসময় জোড় লড়াই করলেও সদর 'এ'-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি তপন দেবের ছেলেরা। সদর 'এ'-র গড়া ২১৭ রানের জবাবে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১৬১ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'এ' নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২১৭ রান করে। দলের দুই ওপেনার দলনায়ক অর্কজিৎ সাহা এবং আকাশ সরকার ওপেনিং জুটিতে ১১২ বল খেলে ১২৫ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় কাল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি সদর 'এ'।



সামনে ১৬১ রানে গুটিয়ে যায় লংতরাইভ্যালি মহকুমা। ওপেনার অর্ঘ্যদীপ চৌধুরি একসময় চিত্তায় ফেলে দিয়েছিলো সদর 'এ' দলের কর্তাদের। কিন্তু ৮৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮ রান করে আউট হতেই সদর 'এ' শিরিরে বন্ধি আসে। এছাড়া দলের পক্ষে সোমরাজ চৌধুরি ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, দলনায়ক সুরজ গুপ্ত ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং ত্রিশান বরুয়া ৩২ বল

খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। সদর 'এ' দলের পক্ষে রাহুল দেবনাথ (৩/৩৭), অয়ন রায় (২/২৭) এবং অঙ্গত শীল (২/৩০) সফল বোলার। ২১ এপ্রিল হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। তাতে সদর 'এ' খেলবে প্রথমবার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করা দেবরত চৌধুরির শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। ওই দিন সকাল ৮ টায় ড: বি আর আশ্বেদকর স্কুল মাঠে হবে ফাইনাল ম্যাচটি।

অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসো-র
কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন ৭মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৭ই মে। গত ১৬ এপ্রিল, রবিবার সংস্থার সহ-সভাপতি অর্জুন কুমার দেবনাথের পৌরহিতো অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আসন্ন এই বিশেষ সাধারণ সভার দিনক্ষণ সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে। ৭ মে, রবিবার আগরতলায় এম.এল প্রাজাস্থিত কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ বৈঠকে অনুমোদিত সব কটি ডিসিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউনিট থেকে অন্ততঃ দুইজন করে অফিস বেরারার এবং সকল সিনিয়র জুডো কোচ ও ত্রিপুরার সিনিয়র জুডোকারদের যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মানিকলাল দেব এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বৈঠকে মূলতঃ গত গভর্নিং বডির মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ অনুমোদন ছাড়াও একাউন্ট রিপোর্ট পেশ করা হবে। পরবর্তী সময়ে গত চলতি কার্যকরী কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে আলোচ্যসূচি জানানো হয়।

শান্তিকামী সংঘের কাবাডি চ্যাম্পিয়ন
বজরং দলের ট্রফি স্পোর্টস কাউন্সিলে

ক্রীড়া প্রতিনিধি রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সবকটি ইভেন্ট-কেই স্পোর্টস কাউন্সিল সাধ্যানুযায়ী প্রতিনিয়ত প্রমোট করে যাচ্ছে। চলতি তিন-চার বছর ধরে তা বিগত সময়ের অনেক রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গেছে বলা চলে। উল্লেখ্য, শান্তিকামী সংঘ সদ্য সমাপ্ত ওপেন পূর্বোত্তর প্রাইজমানি

কাবাডি চ্যাম্পিয়নশীপে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী বজরং দলের এন এস আর সি 'সি'র ইন্ডোর অস্থানীয় শেষ পর্বে উপস্থিত ও কোচ ট্রফি তুলে দেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযু চক্রবর্তী হাতে। বলা বাহুল্য, সম্প্রতি শান্তিকামী সংঘ আয়োজিত ওপেন প্রাইজমানি কাবাডি প্রতিযোগিতায় বজরং দল চ্যাম্পিয়ন, তৈবদান্দাল রানাসা, গোমতি জেলা দল তৃতীয় এবং

ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) চতুর্থ স্থান পেয়েছে। সান্দ্যাকালীন বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক এক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, মেয়র-ইন-কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথ, কপেরের সান্তনা সাহা, ক্লাব সেল কনভেনর সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, সচিব প্রবীর রায় সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেন।

মারাদোনোর মৃত্যুতে অভিযুক্তদের
বিচার শুরু নির্দেশ

বুয়েনস আয়াস, ১৯ এপ্রিল (হিস.) : অস্বাভাবিকভাবে মৃত অবস্থায় বিছানায় পাওয়া গিয়েছিল কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনাকে। তাঁর মৃত্যুর এই ধরন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে গড়ায়। পরবর্তীতে আর্জেন্টিনা মহাভারতকার মৃত্যুর ঘটনায় ২০২২ সালে তার চিকিৎসক লিওপোল্ডো লুক, আওস্টিনা কোসাচভসহ আটজনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়। এবার তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করার আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। দেশটির সংবাদমাধ্যম বুয়েন্স আয়াসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার আর্জেন্টিনার একটি আদালতে অভিযোগ থেকে মুক্তির জন্য ওই আটজনের করা আপিল আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। তবে শুনানির বিষয়ে এখনও কোনো তারিখ নির্ধারিত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, বিচারের কাজ শেষ হতে এক বছর লেগে যেতে পারে।



পানীয় জল, রাস্তা এবং ড্রেনের সমস্যা নিয়ে পথ অবরোধ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : অভিযোগের কাঠগড়া থেকে যেন নাম সরতেই পাবিয়াছড়া বিধানসভার। ফের পথ অবরোধ। পানীয় জল রাস্তাঘাট ও ড্রেন সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ বসে মডেল ভিলেজ বাসীরা। সুকান্তনগর থাম পঞ্চায়েতটি বর্তমানের শাসক দলের সময় কালেই মডেল ভিলেজের মর্যাদা পায়। কিন্তু ওই এলাকায় বছরে কম করে ২বাড়ি পথ অবরোধ করতে হয় মডেল ভিলেজবাসীদের। কুমারঘাট থেকে দারচই যাবার রাস্তাটি বাম আমল থেকেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে রামদের আমলে বেশ কয়েকবার অবরোধ অভিযোগ উঠে এসেছে এলাকাবাসীর পক্ষ

থেকে। কিন্তু তাতেও টনক নড়তে দেখা যায়না সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা জনপ্রতিনিধিদের। এবার সুখ মরসুমে পানীয় জল সোহো এলাকাধিকারিণী নিয়ে পথ অবরোধ। কুমারঘাট থানাদিন সুকান্তনগরগ্রাম পঞ্চায়েতের রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সংবাদের প্রাপ্ত খবরে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে য কুমারঘাট থেকে দারচই রাস্তাটি ভগ্না দশা পরিনত হয়েছে পাশাপাশি রাস্তার পাশে ডেইন গুলি সারাই করা হচ্ছে না, তথসঙ্গে সুকান্তনগর তিন নং ও ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা নাজেহাল এলাকাবাসী তাই আজ বাধ্য হয়ে এলাকাবাসী সকাল ৯ টা থেকে পথ অবরোধ করে বসে।

স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

উদয়পুর প্রতিনিধি গত ২০১৪ ইং সনে আগরতলা আনন্দ নগরের বাসিন্দা পরেশ দাশের মেয়ে রূপসী দাশের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে বিয়ে হয় উদয়পুর মাতা বাড়ি নরেন্দ্র নমঃ - র ছেলে টুটন নমঃ - র সঙ্গে। বিয়েতে যাধা দাবি ছিল সব কিছুই মেয়ের বাবা দিয়েছে বিয়ের পর কয়েক মাস ভাল ই চলছিল। এর পর ছেলে ও ছেলের বাবা সহ পরিবারের লোকজন যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার করে আসছে রূপসীর উপর। পরবর্তী ২০১৬ ইং সনে ২২ শেখ মার্চ রূপসীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয় তার

স্বামী। চিকিৎসাস্থান অবস্থায় মারা যায় রূপসী। শেষে রূপসীর মা রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার কেইস নম্বর ৩২/১৬। পুলিশ লিখিত অভিযোগ হাতে পেয়ে মাঠে নামে পুলিশ। ১৪৯৮(এ)/৩০০২ আই পি সি ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। আসামী নরেন্দ্র নমঃ ও উনার ছেলে টুটন নমঃ কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘ তলস্তের পর আডিন্যাল সেশন জজ সাক্ষা বাক্য গ্রহন করার পর বুধবার রূপসীর স্বামী টুটন নমঃ কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অনাদায়ে ছয়মাসের জেল জরিমানা করা হয়।



বাংলাদেশে ঈদযাত্রা শুরু, দাবদহ উপেক্ষা করে মোটরবাইকেও ঘরে ফিরছে হাজারো মানুষ

ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী, ঢাকা



স্বাধা বেশি দেখা গেছে। এর আগে পদ্মা সেতুতে মোটরবাইক চলাচল ছিল নিষিদ্ধ। তাই পদ্মা পাড়ি দিতে শরীয়তপুরের মাঝিরকান্দিগামী ফেরিতে মোটরবাইকের প্রচণ্ড ভিড় ছিল। তবে বৃহস্পতিবার থেকে পদ্মা সেতুতে মোটরবাইক চলাচলের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। সকাল ছয়টা থেকে কিছু শর্ত মাপক্ষে পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরবাইক চলাচলের অনুমতি দিয়েছে সরকার। নির্ধারিত টোল দিয়ে সবেচ্ছ ৬০ কিলোমিটার গতিতে সেতু পারাপার হতে হচ্ছে তাদের। আর ব্যবহার করতে হচ্ছে নির্ধারিত লেন। তবে, বাড়ির উদ্দেশে যাত্রার শুরুতেই ঢাকায় যানজটের কবলে পড়তে হয়েছে ঘরমুখী মানুষকে। একটিকে সড়কে বাসসহ সব ধরনের যানবাহনের চাপ, অন্যদিকে ঈদযাত্রা ও শপিংমালে মানুষের ভিড়। সব মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোয় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে তাদের। এ পরিস্থিতিতে ফেরিতে গাঙ্গাঘাতি করে নদী পার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এ ঈদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানবাহন ও ঘরমুখী যাত্রীর চাপ বেড়েছে। এদিকে ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন সার্ভিস শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। তবে, প্রচণ্ড গরমে ট্রেনের গতি কম রাখতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেল কর্মকর্তারা।

ঢাকা, ১৯ এপ্রিল: নাড়িরটান আর আপনজনের সঙ্গে ঈদের খুশী ভাগ্যভাগি করে নিতে প্রচণ্ড দাবদহকে উপেক্ষা করে রাজধানী ঢাকা ছাড়ছেন অসংখ্য মানুষ। এমন কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোটরবাইকে করেও বাড়ি যাচ্ছেন অনেক। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বুধবার ভোর থেকে পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে এবং লঞ্চ-ফেরিতে করে প্রিয়জনের কাছে গ্রামে ফিরছেন রাজধানীবাসী অনেক মানুষ। আর এতে করে টোল বুথে দেখা গেছে শত শত মোটরবাইকের দীর্ঘ সারি। আর দুদিন পরেই ঈদ (সভ্যতা তারিখ ২২ এপ্রিল)। এ ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারী ছুটি হয়েছে বুধবার থেকে। এদিন মহাসড়কগুলোতে ঘরমুখী মানুষের যাতায়াতের জন্য বাসসে চেয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরবাইকের



আন্দামান সফরের মাঝে সেলুলার জেল থেকে সংগ্রহ করে আনা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর শহীদদের পূণ্য পদধূলি আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেব।

ছবি- নিজস্ব

রেগা প্রকল্পের টাকায় আমবাসা ব্লকের প্রতিরোধী ওয়াল নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ : এলাকায় চাঞ্চল্য

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি , কমলপুর , এপ্রিল ১৯ : রেগা প্রকল্পের টাকায় আমবাসা ব্লক বাড়ির সয়েল প্রটেকশন সাইড ওয়াল নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ মনুষ্য। নির্বাচনের আবেহ প্রধানমন্ত্রীর আমবাসা জনসভা উপলক্ষে যে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরী করা হয়েছিল তার ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া ইট ব্যবহার করে তৈরী করা হচ্ছে দেওয়ালের বেস কন্ডেব। এতে আখেরে দেওয়াল টি দুর্বল হচ্ছে এবং পরবর্তীতে যে কোনো বড় মাপের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে ব্লক আধিকারিক মুনমুন দেববর্মার

দায়িত্বে রয়েছে আর ডির আমবাসা ডিভিশন। কিন্তু গুরু থেকেই কাজ টি কে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগ তুলছেন সাধারণ মানুষ। নির্বাচনের আবেহ প্রধানমন্ত্রীর আমবাসা জনসভা উপলক্ষে যে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরী করা হয়েছিল তার ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া ইট ব্যবহার করে তৈরী করা হচ্ছে দেওয়ালের বেস কন্ডেব। এতে আখেরে দেওয়াল টি দুর্বল হচ্ছে এবং পরবর্তীতে যে কোনো বড় মাপের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে ব্লক আধিকারিক মুনমুন দেববর্মার

বক্তব্য জানানোর চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে আর ডির এক্সেকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বি সূত্রধরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান, 'সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলে, উনার অনুমতি নিয়ে তবুই ভাঙা ইট গুলোর মধ্যে যেগুলো ভালো সেগুলি বেস এর ফিলার হিসাবে মাঝখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে টেকনিক্যালি কোনো সমস্যা নেই যেহেতু ওয়াল টি প্রায় তিন ফুট পাশ বেস এ।' কিন্তু উনাকে এজন্য সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন যে ভবিষ্যতে দেওয়াল টির ভাঙা ইট

ব্যবহারে যে কোনো ক্ষতি হবে না সে গ্যারান্টি কি উনি দিতে পারবেন তখন তিনি আবারো সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এর কাঁধে দায় চাপিয়ে কৌশলে দায়িত্ব এড়ান। এমনকি দেওয়াল নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় কত টাকা জিজ্ঞাসা করা হলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'এই মুহুর্তে ঠিক মনে পড়ছে না' বলে চেপে যান। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন , 'কার স্বার্থে এবং কাদের লাভের কথা চিন্তা করে এক্সেকিউটিভ সাহেব এই কৌশলী অবস্থান ও লুকোচুরি খেলা। যদি ভবিষ্যতে দেওয়াল ভেঙে কোনো বড়ো সড়ো বিপর্যয় ঘটে তবে এর দায় কে নেবে ?

জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে : বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল (হিস.) : জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বুধবার সুপারিবাগান স্থিত জনজাতি কল্যাণ দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে এতথ্য বললেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এদিন তিনি বলেন, জনজাতিদের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থ সামাজিক

উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের অধীন জনজাতি গবেষণা এবং সংস্কৃতি কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। তাঁর দাবি, জনজাতি গবেষণা এবং সংস্কৃতি কেন্দ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরাপা বই পুনঃমুদ্রণ করে থাকে। এখন অবধি ২০৮ টি বই প্রকাশ করেছে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। ওই লাইব্রেরীতে ত্রিপুরা

ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের উপর লেখা ১৫৩৯৪টি বই সংগৃহীত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, তাছাড়াও এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে ত্রিপুরার ১৯ টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবনধারা ও জীবন সংস্কৃতিতে কেন্দ্র করে একটি জনজাতি মিউজিয়াম রয়েছে। গুপ্ত তাই নয়, ওই গবেষণা কেন্দ্রের

অধীনে ত্রিপুরা স্টেট একাডেমী অব টাইবেল কালচার নামে একটি জনজাতি সংগীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এদিন তিনি বলেন, জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাতে শীর্ষমানের গবেষণা কেন্দ্র রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

টিআরবিটি নিয়ে অভিযোগ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিএসআর ক্যাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে সৌরশক্তি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে সরকার

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল (হিস.) : ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিএসআর ক্যাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে সৌর শক্তি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে রাজ্য সরকার। পুনরীকরণযোগ্য শক্তির সহায়তায় সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ-বিষয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ১১টি টিএসআর ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পরিষেবা সৌর শক্তি দিয়ে চালিত হবে। ইতিমধ্যে ওই ক্যাম্পগুলি সৌর শক্তি পরিচালনায় রূপান্তর করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত

রাজ্যগুলিকে পুনরীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে সৌর শক্তি একমাত্র বিকল্প হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার ১১টি টিএসআর ক্যাম্প চিরাচরিত থিড থেকে সৌর বিদ্যুতে রূপান্তর করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আরক্ষ দফতরের সহযোগিতায় আরও টিএসআর ক্যাম্পে ওই ব্যবস্থা চালু করা হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত জলের পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। তাতে, পার্বত্য এলাকায় নিরাপত্তায় টিএসআর জওয়ানদের পানীয় জলের সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে,

অধিকাংশ মাইক্রো সোলার গ্রিড খোয়াই এবং থলাই জেলায় বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র চাইছে রাজ্যের ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূরণ হোক। তাঁর কথায়, সৌর শক্তি বিদ্যুতের খরচ কমাতে দারুন উপযোগী। বিভিন্ন সংস্থা ছাদে প্যানেল বসিয়ে উতাদিত সৌর চালিত শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাচ্ছে। তাতে, বিদ্যুতের খরচ অনেক কম হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুতের বিল মাসিক প্রায়

টিআরবিটি নিয়ে অভিযোগ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি , টেট পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রের ভুল ত্রুটির অভিযোগ তুলে দারস্থ হয়েছিল টিআরবিটির কন্ট্রোলারের। কিন্তু এখন টিআরবিটির কন্ট্রোলার পরীক্ষার্থীদের তোলা অভিযোগ টেনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন ২০-৩০ জন পরীক্ষার্থী বারবার উনার অফিসে যাচ্ছেন। এই পোস্ট সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে কিবা নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নাবালিকার পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় উনেকোটি পুলিশ সুপার অধীনে ফটিকরা থানার অন্তর্গত গঙ্গানগর ৩ নং ওয়ার্ড স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী নিখোঁজ। পিতার দাবি অপরহত। দিন দিন বেড়েই চলেছে



জনজাতি ছাত্রাবাসগুলো দুর্নীতি মুক্ত করা হচ্ছে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি , জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা ছাত্রাবাস গুলিকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য নতুন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন থেকে ছাত্রাবাস গুলিতে থাকা আবাসিক প্রদর একাউন্ট সরাসরি অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে। বুধবার সুপারিবাগানস্থিত দশরথ দেব হলে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ডের অর্থ প্রদানের জন্য সুবিধাভোগী ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম এবং ই-রূপি পেমেন্ট সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি আরো জানান, কিছু দিন আগে বেশ কিছু ছাত্রাবাসে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু অনিয়ম নজরে এসেছে। তাই এগুলি দূর করতে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা মূলক কর্মসূচীতে ছাত্রাবাস গুলির ইনচার্জদের

ডাকা হয়েছে। আগামী দিনে কিভাবে ছাত্রাবাস গুলির পরিষেবা উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। এর পরও ছাত্রাবাস গুলিতে কোন ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে দপ্তরের মন্ত্রী হুশিয়ার দিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেসব ছাত্রাবাস রয়েছে সেসব ছাত্রাবাস গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে একাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের মানসিকতা দীর্ঘদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার পূর্ণাঙ্গ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করলেও সেই অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে না। ছাত্রাবাস গুলি পরিচালনা পরিচয় রাখার ক্ষেত্রেও অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান করতে হচ্ছে। দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিকাশ দেববর্মা এসব দুর্নীতি ও সমস্যা দূর করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

অশ্বিনী বৈষম্ব সকাশে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হিস.) : ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলি সমাধানের দাবি নিয়ে আজ বুধবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্বের সঙ্গে দেখা করেছেন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মুখে উজ্জ্বল সমস্যাবলি শুনে উজ্জ্বল সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্ব। এ প্রসঙ্গে এখানে ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী চৌধুরী বলেছেন, আজ নয়াদিল্লিতে তিনি রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্বের সাথে দেখা করে তাঁকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরিবহণ মন্ত্রী চৌধুরী আরও জানান, রেলমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। সুশান্ত চৌধুরী উদ্ভাষিত বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে এবং অত্যন্ত ঋণাত্মক সাথে শুনেছেন রেলমন্ত্রী। তিনি যে সব দাবি তুলেছিলেন সে সবের যৌক্তিকতার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী। এর পর দাবিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রেলমন্ত্রী শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য, উপভোজ্য বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলার সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার খাদ্য ও উপভোজ্য বিষয়ক বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।



অপহৃত স্কুল ছাত্রী

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : উনেকোটি জেলার গঙ্গানগরে দশম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রী। নাবালিকা ছাত্রী অপহরণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তাঁর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপকর্মকারীর নাম ধাম উল্লেখ করে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তৎপরতা শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নাবালিকার পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় উনেকোটি পুলিশ সুপার অধীনে ফটিকরা থানার অন্তর্গত গঙ্গানগর ৩ নং ওয়ার্ড স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী নিখোঁজ। পিতার দাবি অপরহত। দিন দিন বেড়েই চলেছে

অপহরণ, খুন, ছিনতাই, রাহাজানির মত ঘটনা। এবার সংগঠিত হল দশম শ্রেণিতে পাঠরত এক নাবালিকা মেয়ের অপহরণ। প্রশাসনের নিকট তার আবেদন পরিবাহের সদস্যদের। ফটিকরায় স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে নাবালিকা। নাবালিকা গঙ্গানগর ৩ নং ওয়ার্ডের নিতানন্দ পাড়া এলাকার বাসিন্দা। গঙ্গানগর এলাকারই মিস্ট্রি দেবনাথ নামক এক যুবক, এ ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে দাবি অপহৃতের পিতার। থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের কাতার আবেদন, পুলিশ প্রশাসন যাতে তাদের মেয়েকে অতি সন্তর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। মেয়ের বাবা পিটু সেন অনুরোধ জানিয়েছেন অতিসন্তর মেয়েকে যাতে পুলিশ উদ্ধার করে দেয়।

THE COMPUTER POINT

ISO 9001:2008 Certified Institution

Tripura Regional Office : Durga Choumani, Progtati Road, Tripura-799001, E-mail : tcpointagt@gmail.com, Log On to : www.tcpoint.org

Call at : 9436129960 / 7005355646

COURSE : * KIDS * CCC * BCC * CA * DCAP * ADCAP HARDWARE * CFA * TALLY * DTP * DTA * GRAPHIC DESIGNING * WEBPAGE DESIGNING * CLASS XI & XII COMPUTER SCIENCE * IP SPOKEN ENGLISH * MULTIMEDIA (ARENA) * COMPUTER TYPSET

প্রগতি রোড (দুর্গা) টেমুহনির নিকটে ৯৪৩৬১২৯৬০, যোগেশ্বরনগর (গার্লস স্কুলের নিকটে ৯৮৬২১৮৮৫১), রানীবাজার (খানার বিপরীতে ৯৮৬২৪১২৮৩), খোয়াই (বনকর ২২২৬৬০), আমবাসা (এএ রোডের পাশে ৮৭৩০৫১৭৮৪), জিরানি ৮৭২৯১১৩৩৪, উদয়পুর ৭০০৫৯১৮৬১৮

Owner, Publisher, Editor, Printer : Smt. Chandra Roy, Published from Banamalipur, Jorapukurpur, P.O. - Agartala, P.S. East Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Printed from Mudran, Ramnagar Road No.4, Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Asst. Editor : Bishal Saha, REGD. WITH RNI NO. 40964/90, POSTAL REGD. NO AGT/012/2018-2020, Phone : 9436456207, e-mail : bhabishyattripura2021@gmail.com